

বিরোধীদের বৈঠকের ফলাফল দেখা যাবে ২০২৪ সালেঃ ওমর আব্দুল্লাহ



শ্রীনগর, ২৮ জুন : বিরোধীদের বৈঠকের ফলাফল দেখা যাবে ২০২৪ সালে। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, বিজেপি নেতৃত্ব, এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খোদ বিরোধীদের বৈঠকের বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, তাতেই আমাদের বৈঠকের সাফল্য ও গুরুত্ব বোঝায়। ২০২৪ সালে বিরোধী দলের বৈঠকের ফলাফল দেখা যাবে।উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে পাটনার বৈঠকে বসেছিলেন বিরোধীরা। সেই বৈঠকে বিজেপিকে হারাশোর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন বিরোধীরা। বৈঠকে ১৫টির বেশি বিরোধী রাজনৈতিক দল উপস্থিত ছিল। পাটনার পর বিরোধীদের পরবর্তী বৈঠক হবে হিমাচল প্রদেশের শিমলায়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল



নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজও অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনো পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, গত মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০০ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভাটী এবং মালবার্জি চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মৌরি জালনিার উপর অবাগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জালনিার দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

পাকিস্তানের একটি দাবিও মানা হয়নি, বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া নিয়ে সংশয়

করাচি, ২৮ জুন :৪একদিনের বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে তিনটি দাবি জানিয়েছিল তার কোনোটিও অস্ট্রি সি সি মানেনি। এখন প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি একদিনের বিশ্বকাপ খেলবেন বাবর আজমরা? পিসিবি ক’র্তারা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা পারছেন না। তারা এখন তাকিয়ে শাহবাজ সরকারের দিকে।পিসিবির এক মুখপাত্র বলেছেন, পাকিস্তান সরকারের অনুমতি এবং পরামর্শ ছাড়া বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারবেন না।

ফের তিনতালাক ও সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী

ভোপাল, ২৮ জুন :ফের তিনতালাক ও সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । গত মঙ্গলবার মধ্য প্রদেশে পাঁচটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু করতে এসে বিজেপির দলীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একথা বলেন । ভোটমুখী মধ্য প্রদেশে এদিন সকালে রেলের এক কর্মসূচীতে অংশ নেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর, ভোপালে বিজেপির বুথ কমিটির প্রধানদের এক জনসভায় অংশ নেন তিনি সেখানেই তিনতালাক ও সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন, বিজেপি তুষ্টিকরণের রাস্তায় চলে না, চলে সন্তুষ্টিকরণের রাস্তায়। এই রাস্তা



পরিশ্রমের। ঘাম ঝরাতে হয়।এদিন তিনি বলেন, তিন তালাকের পক্ষে যারা, তারা মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে অন্যায় করছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব শুধু মহিলাদের নয়, পুরুষদের

উপরও পড়ে। কোনও মহিলাকে তিন তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে তার বাবা-ভাইদের মনে কী প্রভাব পড়ে, তা ভেবে দেখুন। এটা যদি ইসলামের অপরিহার্য অংশ



অমরনাথ যাত্রার আগে বুধবার মক ডিল পরিচালনা করেছে। আধিকারিকদের দ্বারা সমস্ত ব্যবস্থা

দলীয় কর্মীদের শাসন করার অধিকার জনগণের হাতে দিলেন মমতা

কোচবিহার, ২৮ জুনঃবিজেপিকে তুলেখোনা করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের শাসন করার অধিকার জনগণের হাতে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার সঙ্গেই ক্ষমা চেয়ে শাসনের অধিকার দিলেন জনগণকে।পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার প্রথম দিন গত সোমবার কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভার চান্দমারিতে প্রাণনাথ হাইস্কুল

প্রাসনের সভা থেকেই তৃণমূল কর্মীরা ‘ করলে তাঁদেরকে চড় মারার ‘ জনগণকে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেছেন, ‘ আমাদের(তৃণমূলের) কেউ আপনাদের কোনও দু ঃখ দিয়ে থাকে, তাহলে আমি তাদের হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। যদি কেউ দুষ্টুমি করে তাহলে দুটো চড়

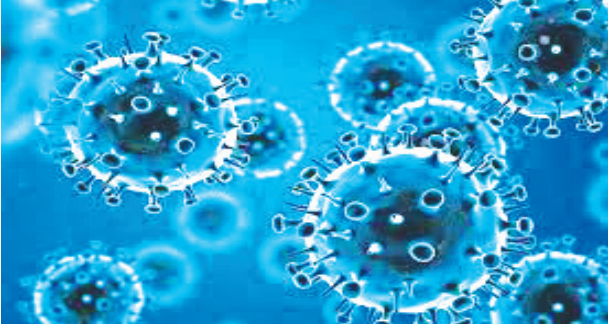
মারবেন। আপনাদের সেই রাইট দিয়ে গোলাম।’গত রবিবার বিকেলে বাগতোপরায়ে নেমে হেলিকপ্টারে কেচবিহারে পৌঁছেছেন মমতা। সোমবার কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের চান্দমারির প্রাণনাথ হাইস্কুলের মাঠে তাঁর প্রথম নির্বাচনী সভা করলেন তিনি। মঞ্চে পাশে রাখেন বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত স্বজনহরাদের পরিবারবর্গকে। মঞ্চেই

খুনের পর স্বামী আত্মঘাতী

বুধবার সকালে জানিয়েছে, বিগত ৩ দিন ধরে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে খামেলা চলছিল। এরপর বুধবার সকালে ঘর থেকে স্বামী ও স্ত্রীর মৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন,

ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা নিরন্তর নিম্নমুখী কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই, মৃত্যু আরও দু’জনের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : ভারতে কোরোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৬৫ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় দু’জনের মৃত্যু হয়েছে, একজন উত্তর প্রদেশে এবং অপরজন কেরলে প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫৭৯-তে পৌঁছেছে। এই মূহুর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ



করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৯০৫-তে

পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল

মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল মিনি ট্রাক মৃত ৫, কমপক্ষে ৩৬ জন আহত

দাতিয়া, ২৮ জুন : মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি মিনি ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ৩৬ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে তিনটি শিশুও রয়েছে। যদিও, পুলিশ জানিয়েছে, আহতের সংখ্যা

২৪। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মিনি ট্রাকের সমস্ত যাত্রী একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ বুধবার সকালে জানিয়েছে, বুধারা গ্রামের কাছে নদীর ওপর নির্মাণ কাজ চলছিল। টিকামগারে জাতারা ফিরছিল ট্রাকটি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

ব্রিজের রেলিং ভেঙে নীচে নদীতে পাে যায় ট্রাকটি। কমপক্ষে ৫০ জন বারাতি ছিলেন ওই ট্রাকে, তাঁদের মধ্যে ৫ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, আহত হয়েছেন ৩৬ জন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন দাতিয়ায় পুলিশ সুপার প্রদীপ শর্মা ও

হয়, তাহলে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাতারের মতো মুসলিম প্রধান দেশে কেন তিন তালাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে?সেই সঙ্গে সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদিন এক পরিবারের একেক সদস্যের জন্য যদি পৃথক পৃথক আইন থাকে, তাহলে সেই সংসার চালানো যায়? এক ই ভাবে দেশের একেক সম্প্রদায়ের জন্য যদি একেক আইন থাকে, তাহলে দেশ এগোতে পারেনা। সংবিধানেও সকলের জন্য সমান আইনের কথা বলা আছে। সুপ্রিম কোর্টও ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনার জন্য বারবার চাপ দেয়।

সুবিধার্থে ১০০টি শয্যার ডি আরডিও হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এলিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বালতল এবং চন্দনঞ্জারিতে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডি আরডিও হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। প্রসঙ্গত, আগামী ১ জুলাই শুরু হচ্ছে এ বছরের বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা।

তিনি বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত স্বজনহরাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। এদিন সভাকে ঘিরেউৎসবোহেমানুষেরভিড়। কোচবিহারের জনসভা শেষ করার পর তৃণমূল নেত্রী জলপাইগুড়ি জেলায় মালবাজার যানেন বলে খবর। সেখানে গত মঙ্গলবার মালবাজার সংলগ্ন এলাকাতেও তিনি জনসভা করতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

বলে সন্দেহ পুলিশের

বিগত কিছু দিন ধরে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক মেরোট ভালে ছিল না। কী কারণে এই ঘটনা তা জানাতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন সকালেও ঝগড়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর তীব্র নিন্দা তেজস্বী সূর্যর, পাল্টা আক্রমণ পবন খোরার



বেঙ্গালুরু, ২৮ জুন : বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রমেশ বারু। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বেঙ্গালুরুর হাই প্রাউন্ড থানায় অমিতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৬এ, ১২০বি, ৫০৫ (২) ও ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর তীব্র নিন্দা করেছেন বেঙ্গালুরু দক্ষিণের বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য। তিনি বুধবার টুইট করে লিখেছেন, অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁর কথিত বক্তব্যের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ এবং ৫০৫ (২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই দু’টি ধারাই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহলে রাহুল গান্ধী কী? একজন ব্যক্তি অথবা একটি গোষ্ঠী নাকি শ্রেণি? আমরা আদালতে চ্যালেঞ্জ করব এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করব। আবার কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন, তাঁর (অমিত মালব্য) বিরুদ্ধে আরও এফআইআর নথিভুক্ত করা উচিত। সত্য, তথ্য ও জগণের ভাবমূর্তি এবং দেশের সুনাম নিয়ে খেলার জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে, তা হল বিজেপির আইটি সেল।

ভারী বৃষ্টির জেরে টমেটোর দাম উর্ধ্বমুখী, দিল্লিতে বিকোচ্ছে ৯০-১০০ টাকা কেজি দরে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : ভারী বৃষ্টির জেরে অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়েছে টমেটোর। দিল্লিতে অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে টমেটো, দিল্লির পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাজ্যেও অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়েছে টমেটোর।দিল্লির এক পাইকারি বিক্রেতা বুধবার সকালে জানিয়েছেন, পাইকারিতে তারা টমেটো পাচ্ছেন ৬০-৮০ টাকা কেজিতে। খুদোয় মানুষ তা ৯০-১০০ টাকায় পাবেন। বৃষ্টির কারণে গত ১০-১৫ দিনে দাম বেড়েছে।দিল্লির কোথাও কোথাও আবার ১০০ টাকা কেজি ধরে বিকোচ্ছে টমেটো। অন্য এক টমেটো বিক্রেতা জানিয়েছেন, টমেটো প্রতি কেজি ১০০ টাকায় পৌঁছেছে। যাদের ১ কেজি দরকার তারা ২৫০ গ্রাম টমেটো নিচ্ছেন। গত ৪-৫ দিন থেকে টমেটোর দাম বেড়েছে। এতে জনগণের পকেটে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।তবে শুধু দিল্লি নয়, কলকাতায়ও টমেটো বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায় ।

হরিদ্বারে গাড়ি ও টেম্পোর মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ ছয়জন গুরুতর আহত

হরিদ্বার, ২৮ জুন : গাড়ি ও টেম্পো (ছোটো হাতি)-র মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের সুলতানপুরের নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুতর অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা আহতদের হরিদ্বারে রেফার করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে লাকসার ক্যাম্পোয়ালি এলাকার সুলতানপুর এলাকার লাকসার হরিদ্বার রোডের জাসউদপুর কালভার্টের কাছে।সুলতানপুরের বাসিন্দা জাফর বুধবার তার ছেলে সহ পাঁচজন শ্রমিক নিয়ে হরিদ্বারের দিকে কাজ করতে যাচ্ছিল। তিনি জাসউদপুর কালভার্টের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে হরিদ্বার থেকে একটি টেম্পো তাকে সামনে থেকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষে সুইফট কারটি উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে বসা চালকসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে সুলতানপুর চৌকিতে নিয়োজিত কনস্টেবল দেবব্রত সিং এবং কনস্টেবল রাজবীর সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছে (আহত হাতি), গাড়ির চালক প্রবেশ (জাফর), তাসিন, হাশিমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসকরা সকলের অসুস্থ আশঙ্কাজনক দেখে রেফার করেন। এ ব্যাপারে সুলতানপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মনোজ নওট্যাল জানান, উভয় পক্ষের কোনও অভিযোগ আসেনি।

মহাসমারোহে পালিত হলো ইস্কন মায়াপুরে পুনঃ রথযাত্রা, উপস্থিত দেশ বিদেশের অসংখ্য ভক্ত



গোপাল বিশ্বাস,নদীয়াঃপ্রতিবছর মহাসমারোহে দেশ জুড়ে পালিত হয় রথ যাত্রা উৎসব। ইস্কনের প্রধান কার্যালয় নবদ্বীপ মায়াপুরেও প্রতিবছর যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয় এই রথ যাত্রা উৎসব আর এই রথ যাত্রা উৎসবকে ঘিরে প্রশাসনের তরফেও থাকে কড়া নজরদারি, পাশাপাশি এই উৎসবকে ঘিরে দেশ বিদেশের থেকেও আগমন ঘটে অসংখ্য ভক্তেরা।এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি, গত ২০শে জুন রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রভু জগন্নাথ দেব মাতা শুভদ্রা ও প্রভু বলভদ্র নিজ বাড়ি থেকে এসেছিল ইস্কনের চন্দ্রদয় পাল বা গুপ্তিচা মন্দির তথা অস্থায়ী মাসি বাড়ি।আর এখানেই প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সহ ছাপ্রান ভাগের আয়োজন। ২৮ শে জুন বুধবার অনুষ্ঠিত হলো প্রভু জগন্নাথ দেবের পুনঃ রথযাত্রা উৎসব। এদিনও সকাল থেকেই ইস্কন চন্দ্রোদয় মন্দিরে শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সহ বিশেষ পূজা-অর্চনারসকাল থেকেই এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ভক্ত সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু স্থানীয় নয়, দেশ বিদেশের বহু ভক্ত সকাল থেকেই এই পুনঃ রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে ইস্কন চন্দ্রোদয় মন্দিরে ভিড়। জমাতে শুরু করে। ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রশিক গৌরাদাস দাস জানায় প্রতিবছর রথ যাত্রা ও পুনঃ রথযাত্রা উৎসব ইস্কনের প্রধান কার্যালয় মায়াপুর সহ ইস্কনের পরিসরলায় দেশের শতাধিক জায়গায় যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়।আর সর্বত্রই এই উসব কে ঘিরে সমাগম হয় দেশে বিদেশের অসংখ্য ভক্ত। পাশাপাশি তিনি জানান প্রভু জগন্নাথ দেবের কৃপায় বর্তমানে ইস্কনের এই রথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রশান্ত পল্লী - রাজপুর আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বিশ্বের ১০০ দেশের প্রায় ৮০০ শতাংশেই ইস্কনের তত্ত্বাবধানে রথ যাত্রা পালন করা হয়।এছাড়াও এবছরও পুরি থেকে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর রথের সিন্টি চাকা অনা হয়েছে, এবং তা সকলের জন্য দর্শন ও শৃশ্পর্নের জন্য অস্থায়ী মাসির বাড়িতে রাখা আছে,।বুধবার প্রভুর আনুমানিক দু-টয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয়েছে তিনটি পৃথক সুসজ্জিত রথে প্রভু জগন্নাথ দেব, মাতা শুভদ্রা ও প্রভু বলভদ্র নিয়ে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ভক্তরা রঙা দেয় রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

কলকাতা,২৯জুন বৃহস্পতি, ১৩ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৯জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যদ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৩ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১২ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ আষাঢ়মাস ১৯৪৪,মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরুণাচলপুজার গতস্থাপনঃ (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ০০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃবিশুভী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅভিজ্ঞ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪৫ঃ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৪৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। রাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ৫১ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত গ্রন্থকুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃমঙ্গঃ ২২১৫ঃ২৫০ (৭) ১ পদঃঙ্গলঃ ৯২৫ঃ৩৫৯ (২৬) ২ পদঃবুঃ ০২ঃ২২৫ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ৪২২৬ (২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদঃনিঃ ৯২৫ঃ৪৩০ (২৩) ১ পদঃরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদঃকৃত্তঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪
--

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আংশিকিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৭৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জ্যেয়ার-সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত্১১টা ২০মিনিটহরা জড়ঃসকলঃ-১১টা ২০মিনিটা রাত্-১১টা ২০মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টি ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত্র যাবে ঃ ৬ টি ১৬ মিনিটে
--

মেঘরাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সমর্থন। আপনার সহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। বিবাহের যোগ হবে। বৃষভ রাশিঃসামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু অমণ ধকসসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। শুভ দিন। মিথুন রাশিঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিট করে তুলবে। সংসারে শান্তি হবে আজ কর্কট রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। শুভদিন হবে আজ সিংহ রাশিঃআপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বুদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম কন্যা রাশিঃ সৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো। তুলা রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ জমি বা যে কোনও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ আপনার জন্য মারাত্মক হতে পারে।শুভ বৃশ্চিক রাশিঃবিদেশে যাত্রা শুভ বিবাহের যোগ হতে পারে আজ ধনু রাশিঃকেউ আপনার মেজাজ পরিষ্পন্ন করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। শুভদিন হবে মকর রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজ, আপনার ভাইবোনেরা আপনারকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে আজকে। কুম্ভ রাশিঃজীবনের প্রতি গভীর মনোভাব বর্জন করুন। বিনিয়োগের যে ক্ষিমগু লোে আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সংসারে শান্তি হবে মীন রাশিঃআজকের বিনোদনের মতো খেলাগুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত টাকাপয়সা লাভ আপনার

১ জুলাই জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১০৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : কলকাতায় আগামী ১ জুলাই শতাব্দী প্রাচীন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১০৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। প্রেসক্লাবে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্কার অধিকর্তা ধৃতি ব্যানার্জি জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের মিশন লাইফ ভানারার অঙ্গ হিসেবে জেডএসআই- এর বিভিন্ন কর্মকান্ড উপস্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তিনি ‘অ্যানিম্যাল ডিসকভারিজ ২০২২’ শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করবেন। সেখানে দেশ জুড়ে আবিষ্কৃত ৬০০টি নতুন প্রজাতির সন্ধান রয়েছে। পাশাপাশি স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে ‘সেভেটি ফাইভ ওয়েটল্যান্ড ফনা অফ ইন্ডিয়া’ এবং ‘সেভেটি ফাইভ এন্ডেমিক বার্ডস্ অফ ইন্ডিয়া’ শীর্ষক দুটি প্রামাণ্য পুস্তকও প্রকাশ করা হবে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ‘অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমি সার্মিট ২০২৩’ সম্মেলনেরও সূচনা করবেন। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া আগামী দিনে গবেষণার আদান প্রদানের লক্ষ্যে জেডএসআই-এর সঙ্গে ভূটান সরকারের কয়েকটি মৌ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে। অনুষ্ঠানে দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে উপস্থিত থাকবেন। অ্যানিমাল ট্যাক্সোনমি সার্মিটে দেশ ও বিদেশের শতাধিক প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ যোগদান করবেন। সার্মিট ঢাকবে ৩ জুলাই পর্যন্ত।

নির্বাচন নিয়ে কমিশন এবং জনগণের কাছে আবেদন সিপিআইএমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : রাজ্যে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোদিনি প্রক্রিয়া থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ভাবে সম্পন্ন করতে সিপিআইএম রাজ্য নির্বাচন কমিশন কে নিরপেক্ষ ও যথাযথ ভূমিকা পালন ও জনগণকেও এই ব্যাপারে সজাগ থাকার আবেদন জানিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আজ কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম একথা জানিয়ে বলেন, ব্যালটে কারচুপির অভিযোগে পাওয়া গেছে। যেহেতু স্থানীয় ভাবে ব্যালট পেপার ছাপা হয় তাই নকল ব্যালট ছাপার সম্ভবনা রয়েছে। তবে এব্যাপারে দলীয় কর্মী সমর্থক সহ জনগন কে অবগত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সেলিম বলেন, ভোদিনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে কড়া নিরাপত্তা টা স্টং রুমে নিয়ে যাওয়ার কথা ও কমিশন কে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্টং রুমে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের দেখানোর কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

মাঝ আষাঢ়ে বৃষ্টির দাপট মেঘের ঘনঘটা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, নামল পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : মাঝ আষাঢ়ে বৃষ্টির দাপট কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায়। একইসঙ্গে মেঘের ঘনঘটা ও পারদের পতন, স্তব্ধির আমেজ সর্বত্রই। কলকাতা ও সমিহিত হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনায় রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই কলকাতার বহু জায়গায় জল জমেছে। সোমবার ভোরেরাত রাত দুটো থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত, ৪ ঘণ্টায় গড়িয়ার কামডহরি এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১১১ মিলিমিটার। বালিগঞ্জে ৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৫৯ মিলিমিটার। ভোরেরাত দুটো থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত ধাপায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৬ মিলিমিটার। তপসিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৭ মিলিমিটার। উল্টোভাঙায় বৃষ্টি হয়েছে ২৫ মিলিমিটার। মেমিনপুরে ভোররাত থেকে ভোর পর্যন্ত ৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২৪ মিলিমিটার। একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে মানিকতলাতেও। ঠনঠনিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে ২৩ মিলিমিটার। দত্তবাগানে বৃষ্টি হয়েছে সাড়ে ১৮ মিলিমিটার। ভোররাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি থামেনি সোমবার সকালেও, কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পরিদ অনেকটাই নেমেছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দুই ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হবে ঝাড়গ্রাম, বাকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও। আবার ফের ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেও।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উল্টো রথেও জনজোয়ার গঙ্গাসাগর ইসকনে

সুমিত পালিত, গঙ্গাসাগর, ২৮ জুন : বাধ মানাতে পারলে না বৃষ্টি, সব কিছু উপেক্ষা করে উল্টো রথেও জনপ্লাবনে মাতল গঙ্গাসাগর ইসকনা। ৯ দিন মাসির বাড়ি



খাবার নিজের বাড়ি ফেরার পালা জগন্নাথ দেবের। কিন্তু সকাল থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। তবে সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই হাজার হাজার ভক্তদের ঢলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো গঙ্গাসাগর ইসকনের উল্টো রথ যাত্রা অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত ইসকনের প্রধান শাখা নদীয়ার মায়াপুরে প্রতি বছরই মহা ধুমধামে পালিত হয় রথযাত্রা। কিন্তু গত দুই বছর যাব গঙ্গাসাগর ইসকন শাখাতেও শাখা প্রায় সুন্দর গোবিন্দ দাসের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে রথ যাত্রা এবং পূর্ণমাস বছর থেকেই মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে রথযাত্রা। গত বছরে প্রথম রথ যাত্রার শুভ সূচনা করেছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। সেরকমই উল্টো রথেও আরতি করে রথের রশি টেনে শুভ সূচনা করেন তিনি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট সন্তোষ কুমার মন্ডল, কার্কদ্বীপ এর এসডিপিও দীপাঞ্জন চ্যাট্টাচী, সাগর কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক সঞ্জয় কুমার দে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বঙ্কিমবাবু বলেন, বর্তমান যুব সমাজ হতশাপ্রহ্ন হয়ে পড়েছে সেই জায়গায় দাড়িয়ে আজকে নেভাবে বৃষ্টি উপেক্ষা করে রথযাত্রায় যেভাবে যুবকদের উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা এক কথায় অকল্পনীয়। হলেরেখের থেকে ইসকন উন্নয়ন প্রায় নয় কিলোমিটার রাস্তা ভক্তদের রশির টানে মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরে এলেন প্রভু জগন্নাথ দেব।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর ৮ টি গাড়িতে ধাক্কা বেরোয়া বাসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : দক্ষিণ কলকাতার এস পি মুখার্জি রোডে একটি বেরোয়া বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পর পর ৮ টি গাড়িতে ধাক্কা মারে। বুধবার সকাল ১১.৪৫ মিটিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ আহত হয়নি বলেই পুলিশের দাবি। বাসচালককে আটক করা হলেও পলাতক বাসের খালাসি ও কনডাক্টর। তাদের খোঁজ চলছে। এদিন বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ যাত্রীবোঝাই বাসটি চার মার্কটে চলেই এক্সাইভেলে দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় টালিগঞ্জ থানার একটু আগে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। সামনে থাকা পর পর আটটি গাড়িতে ধাক্কা মারে বাসটি। এরমধ্যে চারচাকা ও দুচাকাও ছিল। তবে বাসের ধাক্কায় কেউ গুরুতর আহত হয়নি। বাসের যাত্রীদেরও বড় কোনও আঘাত লাগেনি। তবে এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পথচারীরা। দুর্ঘটনার পর বাসচালককে আটক করে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ। বাসচালক মদ্যপ ছিলেন না কি যান্ত্রিক কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জুন : হাওড়ার ডোমজুড়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সলপ এলাকায় একটি মন্দিরের সামনে বুধবার সকালে রাস্তার ধারে দেহটি পড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারাই তা দেখে পুলিশকে খবর দেন। ডোমজুড় থানার পুলিশ গিয়ে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

ভবিষ্যৎ ফ্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ৭০ হাজারের বেশি আবেদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : রাজ্যের যুব প্রজন্মকে নিজস্ব ব্যবসার মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ করে দিতে চালু হওয়া ভবিষ্যত ফ্রেডিট কার্ড প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৭০ হাজারের বেশি আবেদন হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে ১৩ হাজারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ঋণের অনুমোদন মিলেছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের সচিব রাজেশ পাণ্ডে জানিয়েছেন এই অর্থবর্ষে দু’লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। তা পূরণ হবে বলে তিনি আশাবাদি। তিনি বলেন, ওই ফ্রেডিট কার্ড দিতে রাজ্য সরকার ‘ফ্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্ট ফান্ড ফর মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস’-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে। তারাই এখন সরকারি আবেদনকারীদের ঋণ দেওয়ার সুযোগ করে দেবে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পে সহযোগী হতে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই দুটি ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছে বলে তিনি জানান।

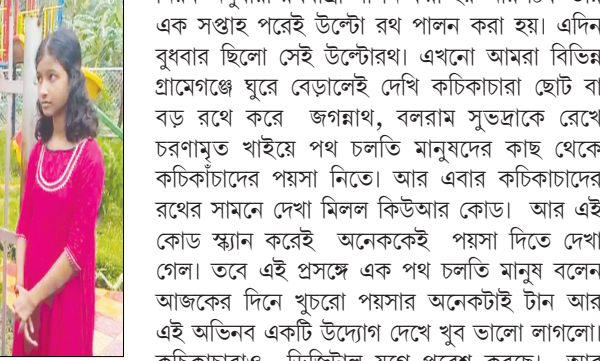
আবার গোসাবায় গুলিবর্ষা ১, আটক ৬

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৮ জুন : ভোরের মুখে ফের চলল গুলি। মঙ্গলবার রাত্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় এক ভূগমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুলিবর্ষা হয়েছে একজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মোট ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আত্মঘাত্যস্ত্র। এই গোসাবা বিধাসভা এলাকার মধ্যে পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে মাঝে-মধ্যেই রাজনৈতিক অশান্তির ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় শাসকবর্গের সঙ্গে আরএসপি-র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আর এবার সেই গ্রামেই চলল গুলি। যিনি গুলিবর্ষা হয়েছেন, তাঁর নাম সাইফুল মোল্লা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির আঙুলে গুলি লেগেছে। চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়েছে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। এলাকার তৃণমূল নেতাদের দাবি, তৃণমূলের পাঠানখালি অঞ্চল সভাপতি সুবিদ আলি ঢালির ঘনিষ্ঠ তথা ৪৪ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি আলাউদ্দিন মোল্লাকে লক্ষ্য করেই আসলে গুলি চালানো হয়েছিল এদিন। তবে তিনি কোনও ক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। পুলিশের দাবি, সাইফুল মোল্লা আগ্নেয়াস্ত্র চালিতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হন। এই ঘটনায় ঘটনার পরই হামলাকারী অর্ধাৎ মার্কদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ, তাদের ধরে ফেলো এলাকার মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ যা ঘটনাস্থলে। সাইফুল মোল্লাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আরএসপির দাবি, পুলিশ ও তৃণমূল যমযন্ত্র করে এভাবে বাম কর্মীদের আটক করার চেষ্টা করেছে।

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হাওড়া-কাটোয়া লোকাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল হাওড়া- কাটোয়া লোকাল ট্রেন। হাওড়া থেকে কাটোয়া আসার পথে দইহাট স্টেশনের ঢেকার মুখে লাইনের পাশে রাখা স্লিপারে ট্রেনটি ধাক্কা খায়। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। চালক তৎপরতার সঙ্গে ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় বড়সড় ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। তবে, রাতের ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্গু বা এক্সপ্রেসকে পাশ করানোর জন্য চার নম্বর প্লাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লোকাল ট্রেনটিকে। সিমেন্টের রেলের স্লিপার গুলির কিছুটা অংশ লাইনের দিকে বেরিয়েছিল। প্লাটফর্মে ঢুকতে গেলেই স্লিপারগুলিতে ট্রেনটি ধাক্কা খায়। ট্রেনের গতি এমনিতে কম ছিল। চালক তৎক্ষণাত ট্রেনটি থামিয়ে দেন। ধাক্কা খেয়ে যথ গিয়েছে রেলের যাত্রীরা এবং প্রথম দিকের কামারার একাংশ। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। দীর্ঘক্ষণ ট্রেনটি দাড়িয়ে থাকে। সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা।

কিউআর কোড স্ক্যান করে কচি-কাচাদের উল্টোরথের প্রণামী সাধারণ মানুষের



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিন বারাসত, ২৮ জুন : রথে ও ভোটে এবার এলো আধুনিকতার ছোঁয়া। এবার এক অভিনব পন্থা দেখা গেল জয়নগরো এবারে রথ দেখা ও কলা বেচা একসাথে। পঞ্চায়েতের ভোট প্রচারে বেরিয়ে কচিকাদের কিউআর কোড স্ক্যানার এ পেমেণ্ট করলেন এবারের পঞ্চায়েতের এক প্রার্থী। আমরা সবাই ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করছি। একে একে মানুষ ছেঁটে মোবাইল ছেড়ে স্মার্টফোনে প্রবেশ করেছে। এদিক- ওদিক দেখলেই আমাদের বিভিন্ন বাজার ঘাট দোকানে কোন কিছু জিনিসপত্র কিনলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখন আর নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। প্রায় দোকানে দেখা মেলে একটি কিউআর কোড আর সেই কোড দিয়ে স্ক্যান করলেই টাকা চলে যাচ্ছে দোকানদারের অ্যাকাউন্টে। এই ছবি আমরা পথে ঘাটে চলতেই দেখি। তবে এবার এক নতুন ডিজিটাল মাধ্যম চোখে পড়লো যা মনকে একবারে মুগ্ধ করে দেবে। হ্যাঁ এমনই একটি চিত্র যা নজর কেড়েছে গোটা জয়নগর এলাকায়। আমরা সবাই জানি

সায়নী ঘোষকে ইডির তলব প্রসঙ্গে সাংসদ সৌগত বললেন এগুলি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ

বনম্পতি দে, হুগলি, ২৮ জুন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের যুব ভূগমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে ইডি তলব করার রীতিমতো স্কোড জানাতে শুরু করেছেন তৃণমূলের উচ্চপদস্থ নেতা মন্ত্রীরা। দলের বর্ধীয়ান সাংসদ সৌগত রায় এই ঘটনাকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক আরণ’ বলে অভিহিত করেছেন। নিষাণে দুর্নীতি মামলায় সায়নী ঘোষকে ইডি তলব প্রসঙ্গে সৌগত রায় বলেন, ‘তলব করেছে, তাই যাবো ওরা তো তলব করেই থাকবে। কিন্তু কি রেজাল্ট হয়েছিল আমরা জানি না। ইডি এগুলো একেবারেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কাজ করছে’। অর্থাৎ তলবের পর তলব হওয়া, কিন্তু তার কোনও ফলাফল না বেরোনায় কার্যত ঘুরিয়ে ইডি-কে কটাক্ষও করেছেন তিনি। এছাড়াও দমনক প্রদেশের সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর চোট পাওয়া নিয়ে বিজেপি-র কটাক্ষ প্রসঙ্গে বলেন, ‘যেরকম দুর্ঘটনা হয়েছে তাতে মুখ্যমন্ত্রীর জীবন যেতে পারত। হেলিকপ্টারে সিঁড়ি ছোট ছিল। ঠিকমতো নামতে না পেরে ওনার পায়ে এবং কোমরে আঘাত লেগেছে। এই নিয়ে সবাই উত্তপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বিজেপি কচটা নিচে নেমেছে তা বোঝা যায় যে ওনার চোট নিয়েও কটাক্ষ করছে। ওদের তো মুখ্যমন্ত্রী কৃত সুস্থ হয়ে উঠুন এই বার্তা দেওয়া উচিত। তা না করে ওরা উল্টোপাল্টা কথা বলে যাচ্ছে’। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রাজপালকে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, ‘ভূগমূল ছাত্র পরিষদ বুঝবে এই ধরনের স্লোগান দেওয়া উচিত কিনা। তবে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ আছে। উনি যে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞাসা না করে, তাতে বিভ্রান্তি হচ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং রাজপাল এটা বুঝুন যে এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে।’ বুধবার সৌগত রায় কথা বলেন দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়েও। তিনি বলেনছেন, ‘মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আছে কাগজে কলমে বললে হবে না।

রাস্তায় অতিক্রান্ত ৮৩৭ দিন, দুর্নীতির জালে জড়িয়ে অকুতোভয় লড়াকুদের সংগ্রাম জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : এমন একটি বিষয়ের কথা কল্পনা করুন তো, যিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজস্ব কঠোর পরিশ্রম এবং যোগ্যতার মাধ্যমে সরকারি চাকরি পেয়েছেন, শুধুমাত্র নিয়োগপত্র হাতে আসার অপেক্ষা ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যারা ২৫-৩০ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমে করেছেন, নিয়ম অনুসারে মেধা তালিকায় জায়গাও করে নিয়েছেন এবং চাকরি পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য, তাঁরাই একজন অযোগ্য হয়ে রয়ে গিয়েছে। কারণ দুর্নীতিপ্রসূ শাসকরা ঘুষ নিয়ে তাঁদের ভাগের চাকরি অযোগ্য লোকদের কাছে বিক্রি করেছে। যারা কঠোর পরিশ্রম করে নিজস্বদের অবস্থান অর্জনের চেষ্টা করেছিল, তাঁরাই এখন রাজপথে বসে আছে। এক-দুই দিনের জন্য নয়, দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত ৮৩৭ দিন। প্রচণ্ড গরমের তাপ, প্রখর রোদ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, মুষলধারে বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্বাগে মোকাবিলা করার পাশাপাশি তারা ইউনিফর্মের পিছনে লুকিয়ে থাকা ‘গুণ্ডাদের’ অত্যাচারও সহ্য করেছেন, নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য প্রতিবারই তাঁদের পুলিশের লাঠিচার্জও সহ্য করতে হয়েছে এবং আদালতেরে তিরস্কারের পর আদোলন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা গল্প নয়, বাস্তবতা। ধর্মতালার মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির নিচে শত শত দিন ধরে ধর্মীয় বসে থাকা শিক্ষক প্রাধীদের গল্প, যাদের ধৈর্য আকাশের চেয়েও উঁচু। সুদীপ মণ্ডল, তপন কুমার মাহাতার মতো ৬০ জনেরও বেশি শিক্ষক প্রার্থী বাপূর মূর্তির কাছে যু য় ছাত্র অধিকার মঞ্চের বানামাে গত ৮৬৬ দিন ধরে ধর্মীয় বসে আছেন। ২০১৬ সালে তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন, কিন্তু যাদের দল এসে তাঁদের হাজিরা নেয়। তাদের থেকে অল্প দূরে, নবম ও দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক প্রার্থীরাও ধর্মঘর্ষে রয়েছেন। তাদের সংখ্যাও শতাধিক। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এখনও দেশের শিরোনামে রয়েছে। মানুষ এ সব খবর দেখেন এবং পড়ে ভুলেও যান। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এটিই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। বিশ্বের খুব কমই কোনো দেশে আদালত ৬০ থেকে ৬৫ হাজার লোককে চাকরি থেকে অপসারণের আদেশ জারি করেছে, কারণ তাদের নিয়োগ অবৈধ। রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী (প্রাক্তন) পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৎকালীন উচ্চশিক্ষা বিভাগের বেশির ভাগ কর্মকর্তাই কারাগারে। কারণ তারা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা আদায় করে এমন লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তারা মদ্যে যাবে কেউ শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা পরীক্ষায় শূন্য নম্বর পেয়েছে এবং কেউ দুই নম্বর পেয়েছে। যোগ্যদের পরিবর্তে চাকরি পেয়েছে তারা। সুদীপ মণ্ডল গত ৮৬৬ দিন ধরে অনশন ও ধর্মীয় বসে আছেন। তিনি যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক। একটি বিশেষ আলাপচারিতায় সুদীপ বলেছেন, ২০১৬ সালে তিনি নবম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি জানতে পারলেন তাঁর চেয়ে যারা কম নম্বর পেয়েছে তাঁরাই চাকরি পেয়েছে। বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে গেলে দেখা যায়, শীর্ষ থেকে নিচ পর্যন্ত, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে নিয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দুর্নীতিপ্রসূ। সুদীপ বলেন, এই মামলার শুভানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। এ বিষয়ে তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

দক্ষিণ হাওড়ার দুইল্যায় পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জুন : দক্ষিণ হাওড়ার দুইল্যায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে নামলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। বুধবার সকালে দক্ষিণ হাওড়ার আন্দুলের দুইলাা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে নিয়ে দুর্বাগের মধ্যেই প্রচার করেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের খতিয়ানকে প্রচারের মূল হাতিয়ার করে এদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওই প্রচার হয়। দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিতম দাস বলেন, আগামী দিনে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মানুষের পঞ্চায়েত গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থীকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রার্থনা করছি। এদিন মানুষের ব্যাপক সাড়াও পেয়েছি।

হাওড়ায় তিনটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত বেশ কয়েকজন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৮ জুন : উল্টোরথের দিন বিকেলে হাওড়ায় তিনটি পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। জানা গেছে, এদিন লিলুয়া থানা এলাকার চামরাইল পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি বাস দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী জখম হন। একটি দূরপাল্লার বাস সামনের একটি লোকাল বাসকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারলে ওই বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হন। এদের মধ্যে ২ জনকে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকিদের হাওড়া বেসা হাসপাতালে আনা হয়। অপর একটি দুর্ঘটনা ঘটে হাওড়ার সাত্রাগাছি পাম্পের কাছে। এখানে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শেয়াল টোটে। চালক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি এদিনই হুগলির ডানকুনি থেকে ধূলগাড় বাবার পথে জাতীয় সড়কে রাস্তার মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় একটি ৪০৭ গাড়ি। হাওড়ার চামরাইলের কাছে রামকৃষ্ণপল্লী এলাকায় জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ডানকুনির দিক থেকে ধূলগাড়ের দিকে গাড়িটি যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার দুটি লেনের মাঝে এসে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। এই ঘটনায় গাড়ির চার যাত্রীর মধ্যে ২ জন গুরুতর জখম হন। এদেরকে কোণা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মনে করা হচ্ছে, বর্ষার বৃষ্টিতে রাস্তা পিছল থাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার দুটি লেনের মাঝে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর ওই লেনে যানজট ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাফিক পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, বুধবার সকালে ডোমজুড়ে হাওড়া-আমতা লাইনের রেল ব্রিজের নিচে সরস্বতী খাল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের অনুমান, খালের উপর রেল ব্রিজ ধরে হাটছিলেন ওই যুবক। তখন পিছন দিক থেকে কোনও ট্রেন এসে ধাক্কা মারে তাকে। তাতেই নিচের খালে পড়ে যান তিনি। মৃত বিক্রম চৌধুরীর (২৫) দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিসকর্মীদের নয়া আইডি কার্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন : পুলিশকর্মীদের উপরেও নজরদারি! সাধারণ আইডি কার্ড বদলায়, আইনশৃঙ্খলারক্ষার ডিউটিতে এবার RF আইডি কার্ড ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হল ইন্সপেক্টর, কন্সটেবল-সহ সমস্ত পদের কর্মীদের। এই কার্ডের মাধ্যমে লোকেশন ট্রাক করবেন লালবাজারের কতারা। শহরের আইনশৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। যারা পুলিশে চাকরি করতেন, পথে-ঘাটে ডিউটি করতে হয় তাঁদের। আবার শহরে যখন বড় কোনও সভা বা মিছিল হয়, তখন সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কে কোথায় আছেন? কারা গরহাজির? ডিউটি শেষ হওয়ার আগেই কেউ চলে গেলেন না তো? কড়া নজর থাকবে লালবাজারের। লালবাজার সূত্রে খবর, এই RF আইডি কার্ডে রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই লালবাজার বসে সারসরি যেকোনও পুলিশকর্মীর অবস্থান জানা যাবে। এছাড়া, যে থানা এলাকায় সভা, মিছিল বা আইনশৃঙ্খল সংক্রান্ত কর্মসূচি থাকবে, সেই থানার ওসিকে এই RF আইডির মাধ্যমে কঠোরতর পুলিশকর্মীদের হাজিরা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (C), Br.-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work : NIT No. : KMC/EE-III/33/2/23-24/BUSTEE (1st Call) Name of work : Repairing of bustee sanitary latrine at 75, 76, 102 Bellahagar Main Road and surrounded areas in Ward No. 033; Estimated cost : ₹ 3,99,335.00 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 8,000.00; Period of completion : 45 days; Last date and time of submission of bid : 04.07.2023 - 12 Noon; Date and time of opening of bid : 06.07.2023 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 23.06.2023 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 60 days; Last date and time of submission of bid : 10.07.2023 - 11 am; Date and time of opening of tender : 12.07.2023 - 11 am; The bid forms and other details are available on and from 30.06.2023 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work : NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-VIII/088/008/2023-2024/BUSTEE Name of work : Renovation of concrete passage at 4B/1A, 3D, 2A, Sadhu Tara Charan Road and other places in Ward No. 088; Estimate cost : ₹ 2,99,157.23 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 45 days; Last date and time of submission of bid : 10.07.2023 - 12 Noon; Date and time of opening of tender : 12.07.2023 - 12.30 pm; The bid forms and other details are available on and from 30.06.2023 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	The Executive Engineer (Civil), Br.-IX KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works : (1) NIT No. : KMC/IX/07/04/19/2023-2024 (1st Call) Name of work : Improvement of Civic amenities in different bustee of 68/1A, 70/72, Alipore Road etc. in Bust No. 74; Estimate Amount : ₹ 4,99,960.10 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 90 days. (2) NIT No. : KMC/IX/07/1/005/2023-2024/RA (1st Call) Name of work : Restoration of paver block at from 10B to 50/9, Harish Mukherjee Road and different areas disturbed by Lighting Dept. and CESC in Ward No. 71; Estimate Amount : ₹ 3,72,090.44 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 7,500.00; Period of completion : 30 days. (3) NIT No. : KMC/IX/07/6/017/2023-2024/BUSTEE Name of work : Improvement of bustee I.P.S. pavement and ancillary work at 372/H/6, Watgunge Street in Ward No. 76; Estimate Amount : ₹ 2,96,633.47 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 60 days; Last date and time of submission of bid : 11.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2), 13.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 3); Tender will be opened on : 13.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2), 15.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 3); The bid forms and other details are available on and from 01.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2), 04.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 3) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).
The Executive Engineer (C), Br.-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works : (1) NIT No. : KMC/EEC/III/57/7/23-24/B Name of work : Repairing of bustee passage at 51, 53, D.C. Dey and its surrounding in Ward No. 057; Estimated cost : ₹ 4,76,460.28 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 9,550.00; Period of completion : 30 days. (2) NIT No. : KMC/EEC/III/67/9/23-24/R Name of work : Supply, Fitting and Fixing pit cover at P. Naskar Lane, Swinhoe Lane, Dharmatala Road and its surrounding areas in Ward No. 067; Estimated cost : ₹ 2,99,608.42 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 180 days. (3) NIT No. : KMC/EEC/III/67/10/23-24/R Name of work : Improvement of drainage system by construction of pit, catch pit at B.D. 2nd Lane, B.D.M. Bari Lane, K.N. Sen Lane and its surrounding areas in Ward No. 067; Estimated cost : ₹ 1,99,852.30 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 4,000.00; Period of completion : 90 days. (4) NIT No. : KMC/EEC/III/63/16/23-24/D Name of work : Restoration of road and footpath at a portion of Auckland Square and Rowdon Street disturbed by CESC Ltd. in Ward No. 063; Estimated cost : ₹ 1,48,376.95 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 3,000.00. (5) NIT No. : KMC/EEC/III/65/8/23-24/R Name of work : Restoration of road (Disturbed by W/S Deptt.) from 2, Palm Avenue to 25/1, Palm Avenue and its surrounding in Ward No. 065; Estimated cost : ₹ 2,13,043.93 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 4,300.00. (6) NIT No. : KMC/EEC/III/63/15/23-24/D Name of work : Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by JIO Digital Pvt. Ltd. at portion of Jawaharlal Nehru Road and Mirza Ghalib Street in Ward No. 063; Estimated cost : ₹ 2,53,691.95 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,100.00; Period of completion : 45 days (For Sl. No. 4 to 6); Last date and time of submission of bid : 10.07.2023 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6); Tender will be opened on : 12.07.2023 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6); The bid forms and other details are available on and from 28.06.2023 at (18.55 hrs) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).	The Executive Engineer (Civil), Br.-XV KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work : NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/045/07/2023-2024/D/2nd Call Name of work : Repairing of IPS, Stone set footpath at Strand Rd., Lyons Range, Canning St., Raja Woodmard St., Jackson Ln. etc. in Ward No. 45 under Br.-V; Estimate cost : ₹ 2,78,869.80 (Including GST and CESS); Earnest

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাৰ্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ আষাঢ়, ১৪৩০

পরিবেশ রক্ষা

পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে সবাইকে এক সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে। আগামি দিনে পরিবেশকে রক্ষা করতে না পারলে মানব সভ্যতা বিকাশ করা সম্ভব হবে কিনা সেটা বলা খুবই মুশকিল। এখন মানুষ পরিবেশের শিকার হতে শুরু করেছে। প্রতি বছরই পৃথিবী বেশি করে উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। শীতলে পরিবেশ দূর হচ্ছে। ফলে বহু দেশের নাগরিকেরা বাধ্য হয়ে গ্রামের সময়ে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে থাকছে। পৃথিবীর পরিবেশ বেশি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে মানুষের শরীর এবং মনের ওপরে চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে যুদ্ধও পরিবেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। সেখান বহু নিষিদ্ধ বোমা এবং ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে বিশ্বের পরিবেশ বিধাক্ত হতে শুরু করেছে। রাশিয়ার আকাশ আর ভারতের আকাশ একই। সেখানে কোনও বেড়া জাল নেই। ফলে ইউক্রেনের আকাশ বিধাক্ত অস্ত্রের ধোঁয়াতে নষ্ট হতে থাকলে তার

সম্পাদকীয় প্রভাব ভারতের আকাশের ওপরে এসে পড়বে। মহাবিশ্বের পরিবেশ এতে নষ্ট হতে শুরু করে দিয়েছে। বিধাক্ত হচ্ছে সমুদ্রের জল। নদীর জলও বিধাক্ত হচ্ছে। পুকুরের জলে মাছ চাষ করা হচ্ছে রাসায়নিক দিয়ে। আর সেই জল পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মাটিতে নষ্ট করছে এবং নদীর জলকেও বিধাক্ত করছে। এদের হাত থেকে পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। নালে কিন্তু মানুষ বেশি পানিই ব্যবহার করে না। প্রকৃতিই মানুষকে মারবে। কারণ প্রকৃতি ধ্বংস করার মূলে রয়েছে মানুষ। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবে। প্রকৃতি মানুষকে সাহায্য করে। তার বিনিময়ে প্রকৃতি মানুষের হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। প্রকৃতি মানুষের উপকার করে থাকে। উপকারের বিনিময়ে মানুষ প্রকৃতিকে নষ্ট করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বিশ্বের পরিবেশ ক্রমশ নষ্ট হতে শুরু করেছে। এক বছর কারোনা সংক্রমণ থাকার ফলে বিমান চলাচল থেকে শুরু করে জাহাজ যানবাহন বন্ধ ছিল। মানুষ ঘরবন্দি হতে থাকতো। তখন পরিবেশ আবার আগেকার অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছিল। কিন্তু একন কারোনা সংক্রমণ বিদায় নিলেও মানুষ আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। কারোনাকাল কাটতেই যুদ্ধ শুরু করেছে। অস্ত্র এবং পরমাণু ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ফলে আবার পরিবেশ বিধাক্ত হতে শুরু করলেছ। পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে একটি ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে হবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মানুষকে লাভে হবে। তার ফলে বিশ্বের রক্ষা করতে নিতা দিনের নীতি গ্রহণ করতে হবে। সুস্থ নাগরিক জীবন তৈরি করতে হবে। পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে মানুষকে আবার গাছ লাগানো থেকে শুরু করে পাহাড় পর্বতকে রক্ষা করতে হবে। হিমালয় অভিযান করতে গিয়ে বহু বর্জ্য পদার্থ ফেলে আসছে যার ফলে পাহাড়ের পরিবেশ দূষিত হতে শুরু করেছে। পাহাড় পর্বজ্ব রক্ষা করতে হবে। বনজ সম্পাদকে রক্ষা করতে হবে। পরিবেশ রক্ষাও মানবসভ্যাতার বিকাশ ধরে নেওয়া যেতে পারে। মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে। সেই পরিবেশটাকে যেভাবে দূষিত করা হচ্ছে তার ফলে আজকে কারোনাভাইরাসের আগমন এটাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশকে সুস্থ রাখতে না পারলে আগামি দিন আর ভরাবহ হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকা যেতে পারে আমেরিকা, চিন, রাশিয়ার মতো দেশ পরিবেশ রক্ষায় সন্নিল হচ্ছে না। বৃহৎ শিল্প কলকারখানা থেকে যে দূষিত রাসায়নিক জল নির্গত হয়ে নদী নালাতে পড়তে শুরু করেছে। সেই সব রাসায়নিক জল নদীর জলের সঙ্গে মিশে বহু মাহেরে ।

বাংলার শিল্প আজ কোথায় ?

বাংলার শিল্প সংস্কৃতি এখন আর বেঁচে নেই। নতুন কোনও শিল্প আসছে না বাংলা। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ততদিন বাংলায় শিল্প এসেছে। তিনি জোর করে বাংলায় শিল্পকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছ থেকে জোর করে ইস্পাত শিল্পকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। তার ফলে রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর শিল্প নগরী হিসাবে নাম করতে শুরু করে দিয়েছিল। আসানসোল শিল্প নগরী হতে পেরেছিল। কল্যাণীকে শিল্প নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। তারপর আর কাউকে ভারি শিল্প নিয়ে আসতে দেখা যায়নি। সব মুখ্যমন্ত্রীরা দিল্লিতে গেছেন আর কথা বলে চলে এসেছেন। শিল্প নিয়ে কোনও কথা তারা বলেছিলেন কিনা জানা যায় না। উড়িশার মুখ্যনন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক কেন্দ্র থেকে শিল্প আদায় করে নিয়ে আসছেন। গুজরাত আগামি দিনে মুম্বইকে ছাড়িয়ে যাবে শিল্ে। নতুন সব শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করেছে গুজরাতে। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুজরাতের লোক হওয়ায় ফলে গুজরাত এখন রাজ্য হিসাবে বেশি করে গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করেছে। আমেরিকার সফর কালে আমেরিকার একটি শিল্প সংস্থা আগামি দেড় বছরের মধ্যে গুজরাতে সানন্দায় একটি শিল্প গড়ে তুলছে। সেখানে প্রায় ২৫ হাজার তরুণদের চাকরি হবে। গুজরাতে আগামি দিনে একটি বেকারও থাকবে না। সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ উন্নতমানের হতে শুরু করে দিয়েছে। গুজরাত মুম্বইকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে। গুজরাতে ফিল্ম সিটি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সেখানকার সরকার। মুম্বই ফিল্ম জগতের মতো গুজরাতে ফিল্ম গজত তৈরি করার দিকে পা ফেলাতে শুরু করেছে। গুজরাতি শিল্পপতিদের হাতে এখন বিশাল সম্পদ। তার ওপরে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাতে শিল্পপতিদের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। প্রধানমমন্ত্রী সফর সঙ্গী হচ্ছেন আশ্বানি, আদানির মতো শিল্পপতিরা। ফলে ভারতের শিল্পপতি মহলে এখন আশ্বানি আদানির সম্মান বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাংলায় এখন আর শিল্প নেই। বাংলার শিল্প গড়ার জন্য কেউই কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বাংলায় শিল্প গড়ার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী বাংলার শিল্প বাড়়া নিয়ে চিন্তিত নন। তিনি দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রীর সঙ্গে কি আগামি কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে কোনও বৈঠক করেছে? বাংলার শিল্পগুলি এখন বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। এখন বাংলার ছেলেরা একশো দিনের কাজের ওপরে ভরসা করতে শুরু করেছে। বেকার ভাতা পাওয়া দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে। কর্ম সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার কঙ্কাল বের হয়ে পড়েছে। শিল্পের অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থারই মতো।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠিকও না।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

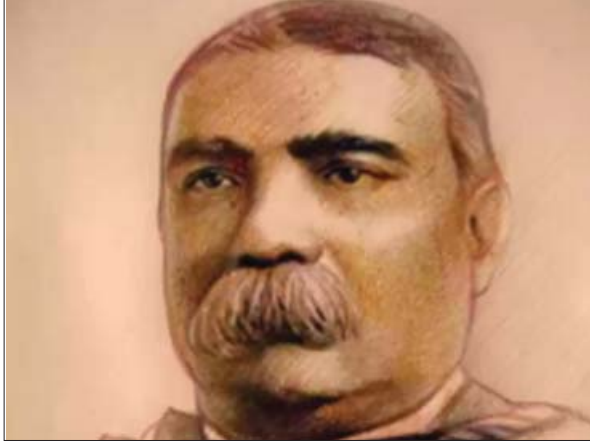
স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিনীল হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলো তাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পূজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষেরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি ছাড়ে অলঙ্কার।

ব্রিটিশদের জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার বাঘ

রাজু পারাল

আজকের বাঙালি কি তাঁকে চেনেন? তাঁর স্মরণে একটি রাস্তা, একটি কলেজ দুটো হলঘর আর সভাগৃহ– এতেই কি শেষ। কে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই প্রশ্ন কাউকে করলে ছেলেবেলার স্মৃতি উগড়ে অনেকেরই বলবেন ‘বাংলার বাঘ’ ছিলেন। যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘটক একটা ছোট বই লিখেছিলেন আশুতোষের ছাত্রজীবন নামে। তাতে ভূমিকা লেখেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। আশুতোষ তাঁর জীবদ্দশায় বইটি প্রকাশে মত দেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (আশুতোষ পুত্র) সম্পাদনায় বইটি প্রকাশ পায়, যার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে আশুতোষ হয়ে ওঠার ইতিহাস। বাঙলি কি হয়েছে তা চোখের সামনে পরিষ্কার। কী ছিলেন তা জানতে হলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন উপেক্ষার তাক থেকে নামিয়ে বিস্মৃতির ধূলা ঝেড়ে দেখা যেতে পারে। বিদায়, বিনয়ে, হিরতায়, দৃঢ়তায় নেতৃত্বে, কৃতিত্বে বাঙালি এককালে কী ছিল, তারই উৎকৃষ্টতম উদাহরণটি হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবন কথা-র পাতা ওন্টালে দেখা যায় তিনি ছিলেন একধারে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রসিদ্ধ আইনবিদ, দক্ষ গণিতজ্ঞ,বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মাতৃভাষা বিকাশের কারিগর ও পরহিতকারী একজন সংস্কারক। তার এত কিছু হয়ে ওঠার পেছনে

বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জুরী, চরিতাবলী, প্রভৃতি বইগুলির ইংরাজি অনুবাদও করেছিলেন। তবে কেবল স্কুলের পাঠ্যবই পড়ে তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটত না। পাঠক্রমের বাইরের অনেক বইও তিনি পড়েছিলেন নিজের গরজে।



যেমন পড়েছেন মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য, বল্কমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, অক্ষয় কুমার দত্তের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিটি যে তাঁকে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন। এন্ট্রাস পরীক্ষা দেবার পূর্বেই তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুশীলনীর ৩৮৪ টি সমস্যার সমাধান করেন। যে পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের আশতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহে সংরক্ষিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার গুরুদাস বানার্জি আশুতোষের জন্য প্রেসিডেন্সিতে গণিতের অধ্যাপক পদের আপ্রান চেষ্টা করলেও তা

আটকে যায় গতানুগতিক নিয়মের বেড়াজালে। বাধ্য হয়ে তখন তিনি আইনকে পেশা হিসাবে গ্রাহণ করেন। আইনের সেবায় অফুরন্ত কর্মশক্তি, গতার অনুরক্তি বিশাল পান্ডিত্য এবং বিদগ্ধতার নিষ্ঠা তাঁকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছিল। প্রখ্যাত আইনবিদ স্যার রাসবিহারী ঘোষের তত্ত্বাবধানে আশুতোষ আইনের শিক্ষানবিশ করেন। দীর্ঘ ২০ বছরের আইনি জীবনে তিনি ২৫০০ মামলার রায় দেন, যেগুলোর মধ্যে বহু ঐতিহাসিক রায়ও ছিল। ভারতের আইন জগতের ইতিহাসে রায়গুলি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আজও। তবে আইনের জগতে গুরু দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেও নিবিড়ভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন।১৮৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং ওই বছরই মার্চ মাসে সিন্ডিকেটের সদস্য পদ লাভ করেছিলেন, যা তাঁর বাকি জীবনেও বজায় ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও অবিজ্ঞতার কারণে লর্ড মিণ্টো তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানলে তিনি তা গ্রাহণ করেন। দুটি পর্বে তিনি মোট দশ বছর ওই পদেরের দায়িত্ব শুলন করেন। প্রথম পর্বে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ মোট আট বছর ও দ্বিতীয় পর্বে ১৯২১ সাল ১৯২৬ মোট দুই বছর। স্যার আশুতোষের এই দীর্ঘ সময়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন তাঁর এক

নির্দেশ। ১৪ মে ১৯১৩ সালে বসন্ত এবং অরোধ লরেন্স গার্ডেন হাউসে উপস্থিত হলেন সুসজ্জিত হয়ে। এদিকে দীননাথ দুই জন বিপ্লবী বন্ধুর ফেরার আগাম টিকিট কেটে রেল স্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকলেন। গার্ডন বাগানের মধ্যে সোফার ওপরে বসেছিলেন। অরোধ সবুজ সন্কেত দিতেই বসন্ত বোমাটি ছুঁড়ে দিলেন। সেই সময়ে সমানে এসে উপস্থিত হয়েছিল একজন চাপরাশি। সেই চাপরাশি বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। গার্ডনের গায়ে জখমও আঘাত লাগল না। বেঁচে গেলেন সে যাত্রায় গার্ডন। এদিকে বোমা ছুঁড়েই বসন্ত এবং অরোধ রেল স্টেশনের দ্রুত চলতে শুরু করলেন। রেল স্টেশনে দীননাথের সঙ্গে দেখা করেই টিকিট নিয়ে একেবারে সোজা রেলের মধ্যে উপস্থিত। পোশাকও পরিবর্তন করে ফেললেন সময় বুঝে যাতে তাদের কেউ না চিনতে পারে। এদিকে দেরাদুনে গার্ডনকে হত্যা চেষ্টা খবর গিয়ে উপস্থিত হল। সংবাদপত্রের তা ফলাও করে প্রকাশিত হল। গার্ডনকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বেঁচে গিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন। দেরাদুনে অমরেন্দ্র রাসবিহারীর কাছ হাতে রেখে বললেন যে এর জন্য দৃংখ পেলে চলবে না। ব্যর্থতা আসবে তবে একে কাটিয়ে উঠতে হবে। তারকের চেষ্টায় সব কাজ সফল হয় না। বহু কাজ আছে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং বহুব্যার চেষ্টা করতে হয়। তারপরই সফলতা আসে। পুলিশ বিহারী দিল্লিতে আগ্নোগোপন করলেন। বসন্ত বিশ্বাস কলকাতায় জনসমুদ্রে মিশে

গেলেন। দীননাথ লাহোরে গা ঢাকা

দিলেন। রাসবিহারী মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকলেন। তবে তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের খ

তায় ভালো মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন। সেই স্টেশনে একজন ব্যক্তি দীননাথের দিকে নজর রেখেছিল। তবে তিনি বুঝতে পারেননি যে দীননাথ কী কারণে অনেকদিন ধরে রেল স্টেশনে অপেক্ষায় রত। তবে লোকটি দীননাথকে দেখেও তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি। তবে তিনি বুঝতে পারছিলেন কারোর জন্য ওই অ্যেনা

লোকটি বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন রেল স্টেশনে। লোকটি দীননাথের সঙ্গে পরিচয় করেনি তা নামও জিজ্ঞাসা করেনি। পরে তিনি দেখতে পেলেন দুইজন ব্যক্তি দ্রুত এসে দীননাথের সঙ্গে কথা বলে একেবারে সোজা রেলের মধ্যে প্রবেশ করল। তবে তাদের মুখটা তিনি দেখতে পোয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে তিন জন ব্যক্তির মধ্যে একজন কলকাতার দিকে রওনা হলেন। আর একজন দিল্লির দিকে রওনা দিলেন। তৃতীয় জন লাহোরেের দিকে যাত্রা করলেন। এদিকে পুলিশ অফিসার সুশীল ঘোষ জরুরী বৈঠক ডাকলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মুখ ছবি তার মনে আছে কিনা। তাহলে পুলিশ বিভাগের একজন চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তিন ব্যক্তির ছবি আঁকিয়ে নেওয়া হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা তিন জনের মুখের বর্ণনা দিতেই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের চিত্রশিল্পী তাঁদের মুখটা ঐকে ফেলল। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে এই তিন জনের ছবি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ খ বর নিতে শুরু করলে।

বিপ্লবী রাসবিহারীর দ্বিতীয় লক্ষ্য গার্ডন

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)
ভারতের ভাইরায় পর্ব শেষ হল। এবারে রাসবিহারীর দ্বিতীয় পদক্ষেপ গার্ডনকে হত্যা করা। দিল্লিতে এসে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী। তাঁর সঙ্গে এসেছেন বসন্ত বিশ্বাস। অরোধ বিহারী দিল্লির ছেলে। তিনিও সঙ্গে ছিলেন। এসেছেন বালমুকুন্দ এবং দীননাথ। দিল্লির একটি গোপনে স্থানে এই পাঁচজনের একটি গুপ্ত বৈঠক বসল। সেই সময়ে রাসবিহারী একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করার ওপরে বেশি করে জোর দিচ্ছিলেন। কারণ উত্তর ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলা যাতে সম্ভব হয়। গার্ডনকে হত্যা করতে হবে এটাই ছিল বৈঠকের বিষয়বস্তু। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারি বালমুকুন্দ ছিলেন গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভাই পরমানন্দের কাকা। বৈঠকের শুরুতেই রাসবিহারী প্রথমেই বললেন যে অনুষ্টীল সমিতির যোগেশ্বনাথ চক্রবর্তীর আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না। তাঁকে শহিদ হতে হয়েছিল যখন হাবিবগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ দ্বৈর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। গার্ডন সাহেব আগে সিলেটের সাব-ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন। তিনি এখন পাজীরে সহকারী কমিশনার। “With eyes that glowed like burning charcoal. Rash Behari added, ‘My brothers we are revolutionaries on a mission. Yet, revolution

Historical fact from : Home Political Proceedings of the Government of India, Part B No.379, March 1915) ।এই বোমাটি তৈরি করেছিলেন চন্দননগরের মনীন্দ্রনাথ নায়েক। অরোধ বিহারী এবং বসন্ত বিশ্বাস অপারেশন করবেন। আর রেল স্টেশনে দুই জনের আগাম টিকিট কেটে অপেক্ষা করবেন দীননাথ। কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে দ্রুত স্থান ত্যাগ



করে রেলে করে ফিরে চলে যেতে হবে যে খার ডোয়া। ১৯১৩ সালে মে মাসে গোপনে লাহোরে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী। দীননাথের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার সময়ে দীননাথের হাতে একটি লিখিত চিঠি দিলেন “Dear Compatriots, On 14th May, Gordon will be at the bar in Lawrence Garden. This is where you must perform your act. I am sure that your guests will enjoy the performance! Dina Nath will

might not be with you physically, but my heart

and soul remain as your companion forever.

(Two Great Indian Rev-

olutionaries -Rash Behari Bose & Jyotindra

Nath Mukherjee by Uma Mukherjee, P-112) ”।

দীননাথ রাতের বেলায় বসন্ত

বিশ্বাস এবং অরোধ বিহারীর সঙ্গে

দেখা করে রাসবিহারীর চিঠিটা

হাতে দিলেন। রাসবিহারীর চিঠি

পড়ে তারা বুঝতে পারলেন কাজ

শুরু করতে হবে। চিঠিটা তারই

জঙ্গিদের পাকিস্তান সেনারা পর্যন্ত ভয় পায়।

জঙ্গিদের দমন করার চেষ্টা করেছিল পাক

সেনারা। তার ফলে একটি পাকিস্তানের সেনা

স্কুলে জঙ্গিরা হানা দিয়ে সেনাদের বহু

সন্তানদের নিম্নমভাবে হত্যা করে। তারপর



থেকে পাক সেনারা জঙ্গিদের ব্যাপারে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাদের পরিবারকে রক্ষা করার স্বার্থের রক্ষা চিন্তা করে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে পাকিস্তানে জঙ্গিদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানে জামাত-ই-ইসলাম থেকে শুরু করে তালিবানরাও সক্রিয়। বিশেষ করে পাক এবং অফগান সীমান্তে তালিবানরা রাজত্ব করে। সেখানে পাক প্রশাসনের কোনও ভূমিকা

সন্ত্রাসবাদের আঁতুর ঘর হচ্ছে পাকিস্তান

কাশ্মীরের জঙ্গি প্রবেশের সঙ্গে হাফিজ যুক্ত থাকছে বলে প্রমাণ পেয়েছে ভারত। যদিও হাফিজ কারাগারে রয়েছে। সেখান থেকেই তার নির্দেশে জঙ্গি সংস্থাগুলো কাজ করে চলেছে বলে মনে করে অনেকেরই। মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সহইদকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল পাকিস্তানের একটি আদালত। পাকিস্তান এর আগে বহুব্যার হাফিজ সহইদকে জঙ্গি না বললেও তার ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু হাফিজকে সরাসরি জঙ্গি বলতে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি পাকিস্তান। তার কয়েকজন শাগরেককে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অর্থ সাহায্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে তাদেরকে এগারো বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার ফলে এখন লাহোর কারাগারে দিন কাটছে হাফিজ সহইদ। আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল হাফিজকে থ্রেকতার করার ব্যাপারে। পাকিস্তান সরকার হাফিজকে থ্রেকতার করতে সময় নিচ্ছিল। কারণ পাকিস্তানে জঙ্গিরা খুবই সক্রিয়। এই জঙ্গিরা যেভাবে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং পাক সরকার হাফিজকে বন্দি করেও তালিবানরা রাজত্ব করে। সেখানে পাক প্রশাসনের কোনও ভূমিকা

নেই। পাকিস্তান প্রশাসন সব জেনেও চূপ করে

বসে থাকে। তাদের হাতপা বাধা হয়ে গিয়েছে।

তারা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না

তালিবান জঙ্গিদের ব্যাপারে। এমনকী এই সব

জঙ্গি সংগঠনগুলো বহু মাদ্রাসা চালু করেছে।

সেখানে মৌলবাদী ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে

থাকে। এই সব মাদ্রাসা চালু করে জঙ্গিদের আঁতুর

ঘর। জঙ্গি তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলা যেতে

পারে। জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হওয়া

প্রস্তাব অনুযায়ী হাফিজকে জঙ্গি তকমা দেওয়া

হয়েছিল। এক সময়ে আমেরিকা ঘোষণা

করেছিল যে হাফিজের বিরুদ্ধে তথ্য দিলে এক

কুটিল ডলার দেওয়া হবে। এদিকে

রাষ্ট্রপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান যদি রাষ্ট্রীয় মদত দেওয়া বন্ধ করে এবং জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত

হয় তাহলে জঙ্গিরা পাকিস্তানে মাটি

ব্যবহার করতে দিখাগ্রস্ত হবে।

হেরিটেজ

আব্রাহাম লিঙ্কনের দাঁড়ি

১৬০ সালের আগেকার কথা।

আমেরিকার যোড়শ রাষ্ট্রপতি পদের জন্য লড়াই করছেন রিপাবলিকান প্রার্থী। এই রিপাবলিকান প্রার্থী দাস প্রথার অবসান চান। ‘আদ্বেল টম কেবিন’ উপন্যাসটি পড়ে রিপাবলিকান প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন এবার দাস প্রথার বিলোপ করতে চান। একটি বালিকা প্রেস বেডওয়্যালে এই রিপাবলিকান প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কনকে একটি চিঠি দিলেন। ১৮৬০ সালে এই চিঠিতে সে লিখল,‘প্রিয় আব্রাহাম লিঙ্কন, আমার বয়স এগারো এবং আমি আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনে মনে পেতে চাই। আমার মতো আপনার কি কোনও মেয়ে আছে? আমার চার দাদা। তারা সকলেই নির্বাচনের দিন আপনাকেই ভোট দেবে। আমাদেরও দেনেন। কিন্তু আপনার মুখটা ছবিতে বড় রোগা দেখায়। একটা দাড়ি রাখ নু। এখনকার সকলেই দাড়ি বেশ পছন্দ করে। দাড়ি রাখলে এই শহরের বাকি সকলেই আপনাকে ভোট দেবে। তা হলেই আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন। এই প্রেস বেডওয়্যেল।’ প্রেসের চিঠি ১৫ অক্টোবর পেয়েছিলেন লিঙ্কন। ১৮৬০ সালে লিখলেন ছোট মেয়েটিকে চিঠি উত্তর দিয়ে-‘প্রিয় প্রেস, তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমার কোনও মেয়ে নেই। তিন ছেলে আছে। ১৭, ৯ এবং ৭ বছর তাদের বয়স। সতিই আমার দাড়ি নেই এবং মুখটাও খুব হোগা। রাখব নাকি একটা দাড়ি? এতদিন পরে রাখলে লোকে ভাবকে কী? তাই তোমার বন্ধু আব্রাহাম লিঙ্কন।’ আমেরিকার যোড়শশতম প্রেসিডেন্ট হয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন ভোটে জিতেছিলেন।

দুরন্ত ভ্রমণ

পর্যটকদের জন্য ডুয়ার্সে বিশেষ আকর্ষণ

বর্ষায় পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে জঙ্গল। আগামী ৩ মাস ডুয়ার্সে জঙ্গল সাফারির স্বাদ আর নেওয়া যাবে না। তা বলে কি জঙ্গল সুন্দরী ডুয়ার্সে কমবে পর্যটকের আনামোনা? যাতে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পেটো

টান না পরে, তার জন্য বর্ষার ডুয়ার্সে সেজে উঠছে নতুন রূপে। পর্যটকের জন্য থাকছে বিশেষ আকর্ষণ। বর্ষার জলে ভিজে ডুয়ার্সের জঙ্গল যেন আরও সবুজ হয়ে ওঠে। চানমনিয়ে ওঠে ডুয়ার্সের গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা, নেওড়া সহ একাধিক জঙ্গল। কিন্তু এই সময় সেখানে প্রবেশ নিষেধ। করা যায় না জঙ্গল সাফারি। ১৫ জুন থেকে বন্ধ থাকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মনে করা হয়, এই তিনমাস বর্ষায় জঙ্গলের প্রাণীদের প্রজননের সময়। ফলে তারা যাতে বিরক্ত না হয়, তাই সেখানে পর্যটকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই বর্ষায় তখন ডুয়ার্সের রূপটা পুরো অনারকম। বনঝাম করে একটানা বৃষ্টি, টানা ঝিঝি পোকার আওয়াজ, প্রচুর রঙবেরঙের পাখিতে মোহময়ী রূপ ধারণ করে ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত। সেই রূপ



করা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনও। উদ্যোক্তাদের তরফে পিণ্টু বক্সী জানান, বর্ষায় জঙ্গল বন্ধ থাকলেও ডুয়ার্সের রূপ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। বর্ষায় পর্যটকরা ডুয়ার্সে এসে যাতে ইলিশ ও বোরোলির স্বাদ পেতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ। খুব কম খরচেই পর্যটকরা এই পরিষেবা পাবে। এদিন ঘুরতে আশা পর্যটক তাপস সরকার, প্রদীপ সরকার বলেন, লাটগুড়ি, গরুমারা ঘুরতে এসে এই ইলিশ উৎসবের খবর পাই। এরপর পেটপূরে খাওয়া- দাওয়া করি এখানে। খুবই ভাল উদ্যোগ।

পুরীতে বেড়িয়ে আসুন এই অহরবিট লোকেশন থেকে

বর্ষা মানেই সমুদ্র। আর সমুদ্রের পাড়ে যেতে বাঙালির প্রথম পছন্দের জায়গা পুরী বা দিঘা। যদিও সারাবছরই পুরীতে বাঙালিদের ভিড় থাকে। এই সময় অনেকেই পুরীতে যেতে চান। কিন্তু জানেন কি পুরীর বাইরেও অনেক জায়গা রয়েছে। যেখানে গেলে মন ভালো হয়ে যায়। তাই বেড়িয়ে আসুন পুরীর কাছে একেবারে অফবিট তাপাং থেকে। তাপাং-একেবারে অফবিট একটা জায়গা। পুরীর একেবারেই কাছে।

এক ঘেয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতে বোর হয়ে যাচ্ছেন সেই পুরীর কাছেই রয়েছে একেবারে স্পেন্সনে খাঁড়ির মত জায়গা। যেখানে গেলে মনে হবে না আপনি ভারতে রয়েছেন। মনে হবে স্পেনের কোনও সমুদ্রের খাঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভার্জিন লোকেশন-তাপাং একেবারে ভার্জিন লোকেশন। ওড়িশার এই জায়গাটি খুব কম পর্যটক দেখেননি। পাথুরে খাদানের মাঝে নীল জলের হ্রদ।



প্রকৃতির এমনই বৈচিত্র্য। যে বঙ্গোপসাগরের ঘোলাজলের ঢেউ

যেখানে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ঠিক তার কাছেই হ্রদের নীল জল। সেরকম

পাথুরে জমির মধ্যে এমন একটি সুন্দর হ্রদ পুরীর কাছেই অনেকেই জানেন না সেকথা। কাঁভাবে তৈরি এই হ্রদ-স্থানীয়রা জানিয়েছে বাড়ি তৈরির স্টোন চিপস এখানে খনন করে তৈরি করা হয়। পাথর কেটে তৈরি করার সময় একটি খাদানের তৈরি হয়েছিল। তারপরে বৃষ্টির জল জমে জমে এই হ্রদটি তৈরি হয়েছে। এই নদের জল একেবারে নীল। বর্ষাকালে এই হ্রদ আরও ভরে যায়। তখন আরও সুন্দর লাগে দেখতে।

কাঁভাবে যাবেন-পুরী থেকে বেশি দূরে নয় তাপাং। প্রথমে পর্যটকদের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ওড়িশা পুলিশ। পরে ২০২২ সাল থেকে সেটি তুলে নেওয়া হয়েছে। ওড়িশার খুড়দা জেলার মধ্যে পড়ে তাপাং। পুরী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পুরী থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে তাপাং। পথে পড়বে দয়া নদী। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় এই দয়া নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সেটাও দেখা যাবে যাওয়ার পথে।

পাঞ্জাব সীমান্তে ড্রোনের গতিবিধি বেড়েই চলেছে, গুলি করে নামাল বিএসএফ

অমৃতসর, ২৮ জুন : পাঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ড্রোনের গতিবিধি বেড়েই চলেছে। এবারও পাকিস্তানের দিক থেকে উড়ে আসা ড্রোনটি গুলি করে নামাল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বুধবার সকালে পঞ্জাবের তরন তরন জেলায় ভুরা কোহনায় মেহদিপুর গ্রামের কাছে কৃষিজমি থেকে উদ্ধার হয় ড্রোনটি। বিএসএফ (পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার) জানিয়েছে, ২৮ জুন, বুধবার ভোরটার ১.০৯ মিনিট নাগাদ মেহদিপুর গ্রামের কাছে একটি ড্রোন উড়ে আসতে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। তৎক্ষণাত যৌথ অভিযানে নামে বিএসএফ ও পাঞ্জাব পুলিশ। গুলি করে মাটিতে নামানো হয় ওই ড্রোনটিকে। বিএসএফ জানিয়েছে, বুধবার সকালে ওই হেলিকপ্টারটি জমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বর্ষণে বিপর্যস্ত মুম্বই

মুম্বই, ২৮ জুন : ভারী বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। বুধবার সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজেছে মুম্বই। ভারী বর্ষণে জনজীবন জলাতনেও। মহারাষ্ট্রের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন এমনই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে মুম্বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে বিপর্যস্ত হতে পারে স্বাভাবিক জনজীবন। বুধবার বহুমুহুরি পৌর নিগম জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সমস্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবশ্যই নিজস্ব এজিয়ারের নিউ এলাকা পরিদর্শন করতে হবে যেখানে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শতাব্দী এক্সপ্রেসে অতিরিক্ত ভিস্তাডম কোচ

কলকাতা, ২৮ জুন : আরও ভাল আরামের জন্য এবং আরও যাত্রীদের থাকার জন্য, রেলওয়ে ১২০৪১। ১২০৪২ হাওড়া- নিউ জলপাইগুড়ি- হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস সহ একটি (০১) অতিরিক্ত ভিস্টিডাম কোচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ০৬.০৭.২০২৩ থেকে হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ি থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে ছেড়ে যাবে ৬১.০৮.২০২৩ থেকে (রবিবার বাদে)। এইভাবে, হাওড়া-শতাব্দী জলপাইগুড়ি-হাওড়া-নিউ এক্সপ্রেস ১৪ টি কোচের পরিবর্তে ১৫ টি কোচ নিয়ে চলবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর বিশেষ অভিযান

মালিগাও, ২৮ জুন : ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও অ্যালার্ম চেন টানার মতো বিপদের বিরুদ্ধে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। রেলওয়ে ট্র্যাক ও স্টেশনের কাছাকাছি এলাকা, গ্রাম, স্কুল, স্টেশনে উপস্থিত যাত্রী ইত্যাদি আওতাভুক্ত করে এই অভিযানগুলি চালালো হচ্ছে। ট্রেনে এই ধরনের বিপদের পরিণতি এবং যাত্রী সুরক্ষা ও ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে এর প্রভাব সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেওয়াই হলো এই অভিযানগুলির উদ্দেশ্য। এই ধরনের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পোস্টার ও প্যামফ্লেট বিতরণ করা হচ্ছে। ট্রেনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে যে সমস্ত সুরক্ষাকল্প সাধারণত পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে সেই সমস্ত স্থানে আরপিএফ নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২২ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পাথর নিক্ষেপের মোট ৬৮টি ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান বছরের ২৪ জুন পর্যন্ত ৩৭টি



ঘটনা ঘটেছে এবং ৯ জন ব্যক্তিকে এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাথর অথবা অনুরূপ বস্তু ট্রেনে নিক্ষেপ করা রেলওয়ে অধিনের ১৫৬ ও ১৫৪ ধারার অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য

অপরাধ হিসেবে নির্দেশিত করা আছে। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি ট্রেনের অংশ গঠনকারী কোনও রোলিং স্টকের মধ্যে অথবা উপরে কোনও বস্তু নিক্ষেপ করে, যা ট্রেনে থাকা যে কোনও যাত্রীর সুরক্ষা বিপন্ন করতে পারে এবং কোনও রোলিং স্টককে বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দণ্ডিত করা হতে পারে। অন্যদিকে, ২০২২ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট ১৪৬৪ টি অ্যালার্ম চেন টানার ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান বছরের ২৪ জুন পর্যন্ত ৬৬১টি ঘটনা ঘটেছে, ৬৬৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে জরিমানা হিসেবে ১.৫২ লক্ষেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। ট্রেন পরিষেবার বিলম্ব পরিচালনার জন্য চেন টানার ঘটনা হলো একটি মুখ্য কারণ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতে চেন টানার কাজ থেকে যাত্রীদের বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। কোনও জরুরীকালীন পরিস্থিতি অথবা অভিযোগের ক্ষেত্রে যাত্রীকে প্রথমে প্রয়োজনীয় সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কোচের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রায়েলিং টিকিট এগজমিনারকে জানাতে হবে। উপস্থিত অথবা পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া ট্রেনের চেন টানা ভারতীয় রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৪১ ধারার অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে। রেলওয়ে সম্পত্তি হলো সরকারি সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষা করা পর্যাপ্ত প্রত্যেকের সম্মিলিত দায়িত্ব।

কেডিএম কলকাতায় এক্সক্লুসিভ স্টোর চালু করলো

২৮ জুন : লিডিং লাইফস্টাইল এবং মোবাইল আ্যকসেসরিজ ব্র্যান্ড কেডিএম কলকাতায় এক্সক্লুসিভ স্টোর খুলে প্রাণবন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তার উপস্থিতি জোরদার করেছে এই স্টোরে মোবাইল চার্জার, ইয়ারফোন, স্পিকার, নেকব্যান্ড এবং এয়ারপড থেকে শুরু করে মোবাইল এক্সেসরিজ এবং লাইফস্টাইল সেগমেন্টের অধীনে হেডফোন পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্য পাওয়া যাবে। একটি ব্র্যান্ড হিসাবে কেডিএম নিজেকে একটি নেতৃস্থানীয় জীবনধারা এবং মোবাইল আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদের একটি শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক রয়েছে যা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে যা ভারতের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উদ্ভাবনী মোবাইল আনুষাঙ্গিক এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড তৈরির যাত্রাকে উন্নত করেছে। কলকাতায় স্টোর খোলার পূর্বসূচীতে, কেডিএম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চ্যানেল অংশীদারদের জন্য কলকাতার জেডব্লিউ ম্যারিয়েট একটি পরিবেশক এবং বিক্রেতাদের বৈঠকের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে বক্তবা রাখতে গিয়ে কেডিএমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী এন ডি মালি বলেন, আমরা প্রাণবন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য জুড়ে আমাদের পদচিহ্ন ছড়িয়ে দিয়েছি, আমরা কলকাতা এবং বাকি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জীবনধারা এবং মোবাইল আনুষাঙ্গিক পণ্যগুলির জন্য বিশাল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। এক্সক্লুসিভ কেডিএম স্টোর খোলা এবং আমাদের চ্যানেল অংশীদারদের মধ্যে উচ্চ আস্থা জাগিয়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গে কেডিএম-এর পণ্যগুলিকে ‘প্রতিটি বাড়িতে’ নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত, কেডিএমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বি এচএ সুথার বলেন, কলকাতা শহর সিটি অফ জয় হিসেবে পরিচিত এবং কেডিএমএর মন্ত্র হল ‘তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করো’, উভয়ই আনন্দের হৃদয়ঙ্গমকে অনুসরণ করে, যা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সাথে ভালভাবে মিলিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা সর্বদা গুণমান এবং স্টাইলএর জন্য প্রচেষ্টা করে, যা কেডিএমের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করে।

গুলিতে জখম ভীম আর্মি প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ, ভর্তি হাসপাতালে

উত্তরপ্রদেশ, ২৮ জুন : ভীম আর্মির প্রধানকে লক্ষ্য করে দৃষ্কৃতীদের গুলি। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ভীম আর্মি ও আজাদ সমাজবাদীর প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ। বুধবার বিকালে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের দেওবন্দে এক জনসভায় যাওয়ার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাখাড়ি গুলি চালায় দৃষ্কৃতীরা। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, আধাঘণ্টা আগে চন্দ্রশেখর আজাদের কনভয়কে লক্ষ্য করে কয়েকজন সশস্ত্র লোক গুলি চালায়। আততায়ীরা গাড়িয়ে ঢেপে এসেছিল। একটি বুলেট তাঁর গা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। সূত্রের খবর, সামান্য আহত হয়েছে চন্দ্রশেখর রাও। তাঁকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শাহহারানপুরে একটি কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর উপর হামলা চলে। কিছু অস্ত্রহত পরিচয় ব্যক্তি গুলি চালায় ভীম আর্মির প্রথানের উপর। যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আততায়ী হামলায় গাড়ির সিটও ফুটো হয়ে গিয়েছে। গাড়ির সামনের সিটে বসে ছিলেন দলিত নেতা। তাতে আঘাতও তিনি বিপদমুক্ত। এদিকে, এএনআই-এর সঙ্গে কথা বলার সময় আজাদ বলেন যে তাদের উপর হামলার

সিমেনের উপস্থিতি না থাকলেও, পেনিট্রেশন হলেই ধর্ষণ : হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : ‘সিমেনের উপস্থিতি না থাকলেও, পেনিট্রেশন হলেই ধর্ষণ’ রায় দিল দিল্লি হাইকোর্ট। এক বিদেশিনিকে

ধর্ষণের অভিযোগে ২ অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ২০১৪ সালে এক নাইজেরিয়ান মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগও গঠে। যদিও ডিএনএ পরীক্ষায় সিমেনের নমুনা মেলেনি, কিন্তু আদালত স্পষ্ট গাণ্ডিয়ে দিল যে, সিমেনের নমুনা পাওয়া যাক আর না যাক, তাতে অভিযোগকারিণীর ধর্ষিতা হওয়ার দাবি মিথ্যা হয়ে যায় না। একইসঙ্গে আদালত আগও বলে যে, পেনিট্রেশনই যথেষ্ট ধর্ষণের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য। আর সেই কারণেই অভিযুক্ত ২ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। গণধর্ষণের ঘটনাটি



ধরার জন্য রাষ্ট্রায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেইসময়ই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় একটি গাড়ি। তাকে জোর করে ওই গাড়িতে তুলে নেয় ২ অভিযুক্ত। তারপর একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে ২ অভিযুক্ত। কুকর্মের পর ওই মহিলাকে ফের গাড়িতে করে এনে একটি মেট্রো পিলাকারে দফাতেও মহারাষ্ট্রের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন এমনই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে মুম্বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে বিপর্যস্ত হতে পারে স্বাভাবিক জনজীবন। বুধবার বহুমুহুরি পৌর নিগম জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সমস্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবশ্যই নিজস্ব এজিয়ারের নিউ এলাকা পরিদর্শন করতে হবে যেখানে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একমাসে তৃতীয়বার, আবার সেতু ভেঙে পড়ল বিহারে



বৈশালী, ২৮ জুন : অতিবৃষ্টিতে গঙ্গার জল বাড়ায় বিহারের বৈশালীতে বুধবার একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ল। এর ফলে একমাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার বিহারে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটল । যদিও এই ঘটনায় একটি সেতুর একাংশ ধসে পড়ে। এদিন ফের একই ঘটনা ঘটল বৈশালীতে। অবিরাম বর্ষণে ও বোড়ো হাওয়ায় স্রোতের বেগ বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় ভাষায় পিপা ব্রিজ বা গঙ্গার উপর তৈরি হওয়া অস্থায়ী সেতুর একাংশ খুলে বেরিয়ে যায় ।

এর আগে কিষাণগঞ্জ জেলায় মেচি নদীর উপর নির্মীয়মাণ সেতুর পিলাবের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিষাণগঞ্জের সঙ্গে কাটিহারকে জুড়তে ওই সেতু তৈরি করা হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে সেতু কাঁভাবে ভাঙল তা খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি। গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। গত ৪ জুন ভাগলপুর জেলার নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ে। ভাগলপুরের সঙ্গে খাগাড়িয়ার মধ্যে সংযোগকারী সেতুটি নির্মাণ কাজের মাঝেই ভেঙে পড়লেও কেউ হতাহত হাননি। এরপর আজ বিহারের বৈশালীতে একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ল।

চলতি মরশুম্‌মে আখের এফআরপি বৃদ্ধি করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : আখ চাষিদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। চলতি মরশুম্‌মে আখের এফআরপি (ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য) বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, আখের এফআরপি (ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য) প্রতি ১০ টাকা বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, ২০২৩-২৪ মরশুম্‌মে তা বেড়ে হল ৩১৫ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ২০২৩-২৪ সালের চিনি মরশুম্‌মে আখ চাষিদের জন্য ৩১৫ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল সংকেত ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। ৫ কোটি আখ চাষি এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের পাশাপাশি চিনিকল এবং সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক কার্যক্রমে নিমুক্ত ৫ লক্ষ শ্রমিকদের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

‘ঈদ-উল-আজাহর’ উপলক্ষ্যে মেট্রো ২৩৪ পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ২৮ জুন : মেট্রো রেলওয়ে ২৯.০৬.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) ‘ঈদ-উল- আজাহর (বকরিদ)’ উপলক্ষ্যে ছুটির দিনে ২৩৪ টি (১১৭ আপ ১১৭ ডাউন) পরিষেবা চালাবে, উত্তর- দক্ষিণ করিডোরে (নীল) ২৮৮টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে লাইন)। এই ২৩৪ টি পরিষেবার মধ্যে, ১৬০ টি পরিষেবা দক্ষিণেশ্বরে এবং সেখান থেকে চলবে। এই লাইনে প্রথম এবং শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে। প্রথম পরিষেবা-০৬.৫০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। (অপরিবর্তিত) ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। (অপরিবর্তিত) ০৬.৫৫ টায়। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর। (অপরিবর্তিত) ০৭.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। (অপরিবর্তিত) শেষ পরিষেবা ২১.২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। (অপরিবর্তিত) ২১.৩০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। (অপরিবর্তিত) ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। (অপরিবর্তিত) ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম। (অপরিবর্তিত) আগামীকাল পূর্বপশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে।

খড়গপুর ডিভিশনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৮ জুন : খড়গপুর ডিভিশনের খড়গপুর- ভদ্রক সেকশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে ২৯.০৬.২০২৩ তারিখে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রেন বাতিল-ক্রম না.ট্রেন নংট্রেনের নামবাতিল করা হয়েছে ১) ০৮০৩১ বালাসোর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল ২৯.০৬.২০২৩ ২) ১২২৭৭ হাওড়া- পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২০২৩ ৩) ১৮০২১ খড়গপুর- খুর্দা রোড এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২৩ ৪) ২২৩৩৩ খড়গপুর -ভিলুপুরা এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২০২৩ ৫) ২২৮৫১ সাতরাগাছি-ময়ূরভার এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২৩ ৬) ১৮০৪৪ ভদ্রক -হাওড়া এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২৩ ৭) ১২২৭৮ পুরী - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২৩ ৮) ০৮০৩২ ভদ্রক -বালাসোর মেমু স্পেশাল ২৯.০৬.২৩ ৯) ১৮০২২ খুরদা রোড- খড়গপুর এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২৩ ১০) ০৭০৪৭ ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ২৯.০৬.২০২৩ ১১) ২২৮৭৪ বিশাখাপত্তনম -দিবা এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২০২৩ ১২) ২০৮৩২ সম্বলপুর- শালিয়ার এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২০২৩ ১৩) ২২৮০৮ এমজিআর চেমাই স্টেশাল -সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২০২৩ ১৪) ২২৮৮৮ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল -হাওড়া এক্সপ্রেস ২৯.০৬.২০২৩
ট্রেনের শর্ট টার্মিনেশনশর্ট অরিজিনেশন
১. ০৮০৬৩ খড়গপুর - ভদ্রক মেমু স্পেশাল, ২৯.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, বালাসোরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে।
২. ০৮০৬৪ ভদ্রক- খড়গপুর মেমু স্পেশাল, ২৯.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু, বালাসোর থেকে সংক্ষিপ্ত হবে।
ট্রেনের ডাইভারশন
১. ১৮৪৭৭ পুরী যোগ নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৯.০৬.২০২৩ তারিখে, ঝাড়সুগুদা রোড হয়ে বাকানো রুটে চলবে।
২. ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশপুরী এক্সপ্রেস, ২৯.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, ঝাড়সুগুদা রোড হয়ে বাকানো রুটে চলবে।

উত্তর- পূর্ব রেলে যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ

গোরক্ষপুর, ২৮ জুন : উত্তরপূর্ব রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চন্দ্র বীর রমনের নেতৃত্বে, উত্তরপূর্ব রেলওয়ে নিরাপত্তা এবং যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে



চমৎকার কাজ করা রেল কর্মীদের প্রতি মাসে ম্যান অফ দ্য মাস সেকটি আয়োজিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে রেল কর্মীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং তাদের উৎসাহিত করতে। একই ধারাবাহিকতায়, মহাব্যবস্থাপক জনাব চন্দ্র বীর রমন ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে উত্তরপূর্ব রেলওয়ে ২০২৩ সালের মে মাসে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করেছেন এমন ০৬ জন রেল কর্মীকে নগদ পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। মিটিং রুম, ‘মাসের সেরা কর্মী’। বিশেষ নিরাপত্তা পুরস্কারে ঘোষিত ও সম্মানিত। শ্রী দিলীপ কুমার সাহু, যিনি বারানসী ডিভিশনের ছাপড়া স্টেশনে ছাপড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ছাপড়া স্টেশনে কাজ করছেন। ২৩ তারিখে কুলার রুমে আশুন লাগার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিজে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে আশুন নিয়ন্ত্রন করেন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, যার জন্য তাকে মাসের সেরা কর্মচারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। লখনউ বিভাগের মাসকানওয়ার স্টেশনে অগ্নি সূচক ম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন পঞ্জাব কুমার, ১২৫৬-এ স্পার্ক ও থোয়া দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন মাস্টার ও কন্ট্রোলারকে খবর দেওয়া হয়, যার কারণে ট্রেনটি পরের স্টেশনে থামিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এইভাবে অজয় কুমার সম্ভাব্য দুর্ঘটনা রোধে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিলেন, যার জন্য তাকে মাসের কর্মচারী হিসাবে

Name Change
I, MD NAOSHAD alias MD NOUSAD (old name) S/O MD USMAN residing at Howrah Amjta Road, Khamrapa, PS- Domjur, Howrah-711403 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD NAUSAD, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah on 22/06/2023. MD NAOSHAD, MD NOUSAD and MD NAUSAD both are same and one identical person.
Name Change
I, PANCHANANDA SARKAR (old name) S/O DINANATH SARKAR residing at 1 2R, Ramkrishna Naskar Lane, PS- Beliaghata, Kolkata-700010 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PANCHANAN SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/06/2023. PANCHANANDA SARKAR and PANCHANAN SARKAR both are same and one identical person.
Name Change
I, KISHORE KHETAN (old name) S/O RADHESHYAM KHETAN Presently residing at Sahebagan Bandel, PO-Bandel, PS- Chinsurah, Dist-Hooghly-712123 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KISHORE KUMAR KHETAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/06/2023. KISHORE KHETAN and KISHORE KUMAR KHETAN both are same and one identical person.
Name Change
I, UMA DEVI (old name) W/O KISHORE KUMAR KHETAN Presently residing at Sahebagan Bandel, PO-Bandel, PS- Chinsurah, Dist-Hooghly-712123 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) UMA DEBI KHETAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/06/2023. UMA DEVI and UMA DEBI KHETAN both are same and one identical person.
Name Change
I, SUDHIR CHANDRA HAZRA (old name) S/O SURYAKANTA HAZRA Presently residing at Vill & PO- Gopinathpur, PS- Beldanga, Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUDHIR HAZRA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/06/2023. SUDHIR CHANDRA HAZRA and SUDHIR HAZRA both are same and one identical person.

৩ বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে সই করলেন বিশ্বকাপার জেসন কামিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবে এলেন কাতার বিশ্বকাপে খেলা এক তারকা ফুটবলার। মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হল অজি ফুটবলের জেসন কামিসের। এই বিশ্বকাপারকে গোলমেশিন বলা হয়। যখন যে ক্লাবের হয়ে খেলেছেন, প্রতিপক্ষদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার। কয়েক সপ্তাহ আগে ‘এ’ লিগের শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্সকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছেন জেসন কামিস। এর আগে রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলে গত মরসুমে দিল্লি প্রেতাভাস সবুজ-মেরুনে যোগ দিয়েছিলেন। এর কাতার বিশ্বকাপে খেলা জেসন কামিস এলেন বাগান শিবিরে। মোহনবাগানে তিন বছরের চুক্তির পর অজি তারকা কামিস, গত কয়েক বছর ধরে তিনি ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে নজর রেখেছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর তিনি এই ক্লাব নিয়ে খোজ নেওয়া শুরু করেন। সেই সময় কামিস জানতে পারেন, ভারতীয় ফুটবলে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব মোহনবাগান। এবং এই ক্লাব গত বছর ভারত সেরার সম্মান পেয়েছে।



কামিস আশাবাদী আগামী তিন বছর দলকে আরও অনেক ট্রফি এনে দিতে তিনি সাহায্য করবেন। কামিস আরও জানান, মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দোর সঙ্গে তিনি কথা বলে বুঝতে পারেন এই ক্লাবের লক্ষ্য শুধু আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে থাকা নয়। এএফসি কাপের মতো টুর্নামেন্টে ভালো ফল করতে চায় সবুজ-মেরুন শিবির। অজি তারকা আলও জানান, মোহনবাগান সমর্থকরা যে তার আগমনের জন্য কতটা উদ্বেগী তা ঠের পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁকে মোহনবাগানের সমর্থকরা শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে প্রচুর মেসেজ করেছেন। এই প্রথম বার ভারতীয় ফুটবলে খেলবেন জেসন কামিস। এর আগে তিনি ইপিএলের ক্লাব নটিংহাম ফরেস্ট, রেঞ্জার্স, লুটন টাউনের মতো ক্লাবে খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের হয়ে তিন ম্যাচে খেলে ১টি গোল করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্সে ২০২২-২৩ মরসুমে খেলতে এসে তিনি ডাক পেয়েছিলেন অজি জাতীয় দলে। এবং বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পানও তিনি। সবুজ-মেরুনে কামিস যোগ দেওয়ার হুয়ান ফেরান্দোর দলের আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী হল। মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ হুয়ান ফেরান্দো জানান, জেসন কামিসের মতো সঙ্গ বিশ্বকাপে খেলা ফুটবলার ভারতে দলকে আসতে রাজি হয়েছে সেইটাই বিরাট ব্যাপার। তাঁর কথায়, “জেসন কামিসের মোহনবাগানে যোগ দেওয়াটা প্রমাণ করে যে আইএসএল ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে কতটা সাহায্য করেছে।”

উইম্বলডনে শীর্ষবাছাই নন জকোভিচ

লন্ডন, ২৮ জুনঃ উইম্বলডনের মূল পর্বের ড্র ঘোষণা হল। এ মরসুমের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন নোভাক জকোভিচ। কেরিয়ারে রেকর্ড ২৬টি গ্র্যান্ড স্লাম সার্বিয়ান তারকার। গত চার বারই উইম্বলডন জিতেছেন নোভাক। যদিও এ বার তিনি শীর্ষবাছাই নন। এ বারের উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলসে শীর্ষবাছাই হলেন স্প্যানিশ তরুণ জেসন আলকাজ। মহিলাদের সিঙ্গলসে শীর্ষবাছাই বিশ্বের এক নম্বর ইগা সোয়াতেক। কিছুদিন আগেই ফরাসি ওপেনে নজির গড়েছেন নোভাক জকোভিচ। কেরিয়ারের ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন তিনি। পুরুষদের টেনিসের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের নজির গড়েছেন। সংখ্যায় ছুঁয়েছেন সেরেনা উইলিয়ামসের। ওপেনে এরায় সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের নজির গড়েছেন কোরো। তিনি ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। উইম্বলডন জিতলে তাঁকে ছুঁয়ে ফেলবেন নোভাক জকোভিচ।

এশিয়া কাপের আগে ভারত যাচ্ছে আয়ারল্যান্ড সফরে

ডাবলিন, ২৮ জুনঃ দম ফেলার ফুরসত নেই ভারতীয় দলের। আগামী ১২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। সফরে ২টি টেস্ট, তিন ম্যাচে ওডিআই ও পাঁচটি টি-২০ ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। মাস খানেক ধরে চলবে এই সফর। তারপর আগস্ট মাসের শেষ থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে এশিয়া কাপ। এই দুটি সিরিজের মাঝে ব্যটিকা সফরে আয়ারল্যান্ডে যাচ্ছে ভারতীয় দল। বিসিসিআইয়ের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ারল্যান্ড সফরের সূচি ঘোষণা করা হয়নি। তবে ভারতীয় দল যে আগামী ১৮ আগস্ট থেকে আইরিশদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলবে তা দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে। গতবছরও জুন মাসে আয়ারল্যান্ড



সফরে ২ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলেছিল ভারত। মেন ইন ব্লু-কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হার্পি পাণ্ডিয়া। এ বারও হার্পির নেতৃত্বে খেলতে পারে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষ হচ্ছে ১৩ আগস্ট। এরপর ভারতের টি-২০

দলের সদস্যরা আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের সিও ওয়ারেন ডুট্রাম আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ১২ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বার ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে আমরা তৈরি।

বঙ্গতনয়ের আশা ছেড়ে গুরকিরাতে ঝুঁকছে ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ রহিম আলির জন্য বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার কি দরকার। বঙ্গতনয়কে নেওয়ার ব্যাপারে এখনও কিছু ফাইনাল করেনি ইস্টবেঙ্গল। রহিমের আশায় না থেকে একজন ভালো মানের ভারতীয় স্ট্রাইকার চাইছে লাল-হলুদ। উদীয়মান ফরোয়ার্ড গুরকিরাতে সিংকে টার্গেট করেছে ইস্টবেঙ্গল। অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় দলের হয়ে গত বছর বেশ ভালো পারফর্ম করেন পঞ্জাব তনয়। অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় দলের জার্সিতে ৮ ম্যাচে ১১ গোল রয়েছে। গত বছর অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার বুট জিতেছিলেন। মুম্বই সিটি এফসির এই তরুণ ফুটবলারের উপরেই এখন ঝুঁকছে ইস্টবেঙ্গল। ২০১৯ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেও যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ



এক বছর বাণিজ্যনগরীর দলটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তিনি। তবে লাল-হলুদ কর্তারা চাইছেন এ বছরই গুরকিরাতে ছেঁদা ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরাতে। নারসের মহেশ ইস্টবেঙ্গল জার্সিতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাই সেটাকে মাথায় রেখেই

প্রতিভাবান ফুটবলারদের নেওয়ার দিকে ঝুঁকছে ক্লাব। গোালকির প্রভাসুখন গিলকে নেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এখনও কিছু ফাইনাল হয়নি। এরই পাশাপাশি আই লিগের কয়েকজন ফুটবলারকে শর্টলিস্ট করেছেন কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। এ লিগে খেলা একজন অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্ডারের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। সুবের খবর, ৩০ জুনের পর হারতো অজি ডিফেন্ডারের বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে। এ দিকে ৬ মাসের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ইভান গঞ্জালেজকে ছেড়ে দিতে চাইছে ক্লাব। ইভানের বিকল্প হিসেবে একজন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আনতে চাইছেন কুয়াদ্রাত। জুলাইয়েই শহরে আসার কথা লাল-হলুদের সিনিয়র দলকে কোচের। অনুশীলন শুরুর পাশাপাশি নজর রাখবেন কলকাতা লিগেও।

হতাশার মরসুমেও নেইমারের জোড়া স্বীকৃতি



রিও ডি জেনেইরো, ২৮ জুনঃ কাতার বিশ্বকাপের বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনো নিশ্চয়ই তাড়া করে বেড়ায় নেইমারকে? কোয়ার্টার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে গোল করেও দলকে জেতাতে পারেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয় ব্রাজিলকে। সেদিনের সেই হার কিছুটা হলেও আড়াল করে দিয়েছিল নেইমারের দারুণ এক কীর্তিকে। সেদিন গোল করে ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় কিংবদন্তি পেলেকে সম্পর্ক করেছিলেন পিএসজি তারকা। দুজনেরই গোল এখন যৌথভাবে ৭৭। নেইমারের সামনে এখন সুযোগ পেলেকে ছাড়িয়ে যাওয়া। বিশ্বকাপের পর পিএসজির হয়ে খেলার সময় চোট পড়ে বিপর্যয় বাড়ে নেইমারের। তবে এত সব বিপর্যয়ের মধ্যেও স্বীকৃতি পেলেন প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকা। নেইমার এই স্বীকৃতি পেয়েছেন ব্রাজিলের ফুটবলের অবদান রাখার জন্য দেওয়া ‘ফুই ক্লিয়ার’-এর বার্ষিক পুরস্কারে। যেখানে তিনি পেয়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোল ও ‘অ্যাসিস্ট’-এর পুরস্কার। পুরস্কার হাতে নেইমার বলেছেন, “এখানে আসটা সম্মানের। আমি মরসুমটা ভালোভাবেই শুরু করেছিলাম। এরপর চোট পড়ি। আমাকে থেমে যেতে হয় এবং আমি ভালোভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করছি।” ইনস্টগ্রাম পোস্টে নেইমার লিখেছেন, “এই গোলগুলো করতে পারব আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার স্বপ্ন ছিল ব্রাজিলের জার্সি পরে খেলা।” নেইমারের সঙ্গে এদিন অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন তিনিসিয়ুস জুনিয়র। ব্রাজিলে করা গোলের জন্য পুরস্কার জিতেছেন পেদ্রো। ব্রাজিলে করা অ্যাসিস্টের জন্য পুরস্কার জিতেছেন পালমেইরাসের গুস্তাবো এসকাপা। ইউরোপে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ম্যানচেস্টার ও ইস্টার মিলানের ম্যাচে দারুণ গোলকিপিংয়ের জন্য পুরস্কার জিতেছেন এদেরসন। ব্রাজিলে এই পুরস্কার জিতেছেন অ্যাথলেটিকো গোর গোলরক্ষক রোনাল্ডো। ব্রাজিলে সবচেয়ে সুন্দর গোলের পুরস্কার গেছে রনির হাতে। আর বিদেশে (কাতার বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে) সবচেয়ে সুন্দর গোলের পুরস্কার পেয়েছেন রিচার্লিসন।



তুরিন, ২৮ জুনঃ ইতালিয়ান কিংবদন্তি আন্দ্রেয়া পিরলো কোচিং কেরিয়ার শুরু করেছিলেন বড় সম্ভাবনা নিয়ে। জুভেন্টাসের মতো দলের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। কিন্তু সেই যাত্রা মোটেই মনে রাখার মতো হয়নি। বাস্তবতা বুঝেছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। ব্যর্থতার দ্বারা এক মরসুম পরেই ছাটাই করা হয়ে ইতালির বিশ্বকাপজয়ী এই তারকাকে। এরপর এক বছর অনার কোনো ক্লাবের দায়িত্ব নেবার পিরলো। ২০২২ সালের শুরুতে চলে যান তুরস্কের ক্লাব ফেইথ কাগানমরফে। এই ক্লাবের হয়ে এক বছর কাটানোর পর গত মে মাসে মরসুম শেষ হওয়ার আগে আবার ছাটাইয়ের মুখে পড়তে হয় এই কিংবদন্তি মিডফিল্ডারকে। এখন ইতালির ক্লাবে ফিরে আসছেন পিরলো। দুই বছরের জন্য সিরি ‘বি’র ক্লাব সাম্পদোরিয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন পিরলো। গত মরসুমটা খুব বাজে শেষ করেছেন

সাম্পদোরিয়া। ৩৮ লিগ ম্যাচের মাত্র ৬টিতে জিতেছে তারা। এ ছাড়া ১০টি ড্রয়ের বিপরীতে হার ছিল ২৫ ম্যাচে। লিগ টেবিলে দলটির জায়গা হয়েছে সবার নিচে, যার কারণে সিরি ‘বি’-তে নেমে গেছে সাম্পদোরিয়া। দলের এমন বাজে অবস্থার কারণে অনুমেয়ভাবেই যেতে হয়েছে কোচ দেজান স্তানকোভিচ। এখন ক্লাবের বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছেন পিরলো। জুভেন্টাস ও কারাগুমরফের হয়ে শিরোপা বিবেচনায় ব্যর্থ হলেও পরিসংখ্যান কিন্তু পিরলোর পক্ষেই কথা বলছে। ৫২ ম্যাচে ভাগআউটে দাঁড়িয়ে দলকে জিতিয়েছিলেন ৩৪ ম্যাচে। এ ছাড়া ড্র করেছেন ১০ ম্যাচে এবং বাকি ৮ ম্যাচে দেখতে হয়েছে হার। কারাগুমরফেও তাঁর হারের চেয়ে জয়ের পাল্লা ছিল ভারী। ৩৬ ম্যাচে ১৩ ম্যাচের বিপরীতে হেরেছেন ১১ ম্যাচে, আর ড্র করেছেন ১২ ম্যাচে। মরসুম শেষে তুরস্কের লিগে দলটির অবস্থান ছিল ৭ নম্বরে। খেলোয়াড় হিসেবে সাকল্যের শিখর छুঁয়েছিলেন। কিন্তু কোচিং কেরিয়ারে এখনো তাঁর বালক দেখাতে পারেননি পিরলো। এখন সাম্পদোরিয়ার হয়ে দারুণ কিছু করে কোচ হিসেবে নিজের সার্থ্য্য প্রমাণের আবেকটি সুযোগ পেলেন পিরলো। সেই সুযোগ তিনি কতটা কাজে লাগাতে পারবেন, তা সময়েই বলবে।

‘ঋষভ নেই, তাই বিশ্বকাপে ভারতও ফেভারিট নয়’

নয়াদিল্লি, ২৮ জুনঃ দেশের মাটিতে মহাযুদ্ধ হওয়ার দামামা বেজে গিয়েছে। গত কালই, ২৭ জুন ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হয়েছে। তারপর থেকেই ক্রিকেট মহলে এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। গত ১০ বছরের আইসিসি ট্রফির খরা এ বার কি কাটাতে পারবে ভারত? বিবেক শেহওয়াগ, মুখাইয়া মুরলীধরনের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা সূচি ঘোষণার দিনই জানিয়েছেন, তাঁরা ভারতকে এ বারের বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট হিসেবে দেখছেন। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য

মত শ্রীকান্তের



কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তও আবার বলেছেন অন্য কথা। তাঁর মতে এ বারের বিশ্বকাপে ঋষভ পঙ্খ থাকলে ভারত ফেভারিট দল হত। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের মতে, এ বারের বিশ্বকাপে ঋষভ পঙ্খ খেললে পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন। শ্রীকান্তের মতে, ঋষভ পঙ্খ বিশ্বকাপে খেললে ভারতীয় দল বিশ্বকাপের আসল ফেভারিট টিম হতে পারবে। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার কি আদৌ বিশ্বকাপের আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন? রয়েছে বিরাট প্রশ্ন। ঋষভ এখন রিহাবে রয়েছে। প্রতিনিয়ত তিনি সুস্থতার পথে এগোচ্ছেন। কিন্তু এখনও বলা যাচ্ছে না অক্টোবর-

নভেম্বরে হতে চলা বিশ্বকাপে তিনি খেলার মতো ফিট হয়ে উঠবেন কিনা। এ বারের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ৫ অক্টোবর। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচ ৮ অক্টোবর। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। এখন থেকেই আইসিসি বিশ্বকাপ দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছেন ক্রিকেট ভক্তরা। সম্প্রতি কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন ঋষভ পঙ্খ ম্যাচ ফিট হয়ে যদি ভারতের হয়ে খেলতে পারেন তা হলেই টিম ইন্ডিয়া এ বারের বিশ্বকাপে আসল ফেভারিট দল হবে। না হলে তাঁর মতে, ভারত ফেভারিট দল নয়। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং

প্রাক্তন নির্বাচক শ্রীকান্ত বলেন, “আমরা জানি না ঋষভ পঙ্খ কতটা উন্নতি করেছে। ও খেললে এ বারের বিশ্বকাপে ভারতই হবে আসল ফেভারিট দল। কিন্তু ঋষভ কতটা সুস্থ, বিশ্বকাপে খেলতে পারবে কিনা এই প্রশ্নগুলি থেকেই যাচ্ছে। ও বিশ্বকাপের আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা তা কেউ বলতে পারবে না। তবে ও যদি এ বারের বিশ্বকাপে খেলে তা হলে ভারতীয় দলের আসল ফাফ্টর হতে পারে।” যদিও শ্রীকান্ত মনে করেন, ঋষভ পঙ্খকেও ছাড়া বিশ্বকাপ জিততে পারে ভারত। সেক্ষেত্রে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমন গিল ও লোকেশ রাহুলকে বিশ্বকাপের মধ্যে জ্বলে উঠতে হবে।

‘হাল ছাড়ছি না’, বললেন অভিনয় ঈশ্বরগ

নয়াদিল্লি, ২৮ জুনঃ “আমি হাল ছাড়ছি না। ফের সুযোগ আসবে। তার জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে চাই।” আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ডাক না পেয়েও মনের জোরে এই কথাগুলো বললেন বাংলার তারকা ক্রিকেটার অভিন্য ঈশ্বরগ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করেছেন তিনি। যার ফলে অভিন্য জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু জুলাই মাসে হতে চলা ক্যারিবিয়ান সফরের জন্য তিনি ডাক পাননি। মুম্বইয়ের ডান হাতি ব্যাটার সরফাজ খানও ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলে জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। যা নিয়ে কম আলোচনা হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে অভিন্য জানালেন নিজের মনের অবস্থা কেমন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ভারতের টেস্ট ও ওডিআই স্কোয়াড ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তাতে জায়গা না পাওয়ায় হতাশ হয়েছেন বাংলার তারকা ক্রিকেটার অভিন্য ঈশ্বরগ।



তবে একইসঙ্গে অভিন্য আশাবাদী, তিনি পরিশ্রম করে গেলে আরও সুযোগ আসবে। আর তার জন্যই নিজেকে তৈরি রাখতে চান তিনি। আসলে, অভিন্য ঈশ্বরগ হাল ছাড়তে নারাজ।

দলীপ ট্রফিতে খেলছেন পূজারা-রিঙ্কুরা, অথচ দেখা যাবে না ম্যাচ

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুনঃ শুরু হল ঐতিহ্যের দলীপ ট্রফি। আজ, ২৮ জুন শুরু হল এ বারের দলীপ ট্রফি। প্রথম দিন সেন্ট্রাল জোন মুখোমুখি হয়েছে ইস্ট জোনের। আর অন্য ম্যাচে নর্থ জোন খেলছে নর্থ ইস্ট জোনের বিরুদ্ধে। এ বারের দলীপ ট্রফিতে খেলছেন চেন্নেশ্বর পূজারা, সূর্যকুমার যাদব, হনুমা বিহারির মতো একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটাররা। আইপিএলে নজরকাড়া রিঙ্কু সিং, বেভব আরোয়ার মতো তরুণ ক্রিকেটাররাও খেলছেন দলীপ ট্রফিতে। একাধিক তারকা ক্রিকেটার দলীপ ট্রফিতে খেললেও, ভারতীয় ফানোর এই টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচও দেখতে পারবেন না। কিন্তু কেন? অতীতে দলীপ ট্রফির সম্প্রচার করেছে স্টার স্পোর্টস। কিন্তু এ বারের দলীপ ট্রফির



সম্প্রচার করতে পারছে না বিসিসিআই। আসলে এ বারের দলীপ ট্রফির কোনও ম্যাচ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হবে না। শুধু তাই নয়। অনলাইনেও সরাসরি দলীপ ট্রফির সম্প্রচার হবে না। তা হলে কীভাবে ক্রিকেট প্রেমীরা জানতে পারবেন এই ম্যাচ নিয়ে তথ্য? বিসিসিআই ডোমেস্টিক এই টুইটার পেজে দলীপ ট্রফি সফ্রান্ত আপডেট দেখতে পারেন ক্রিকেট ভক্তরা। এই খবর হতাশ করেছে একাধিক ক্রিকেট ভক্তদের। আজ ২৮ জুন শুরু হল এই মরসুমের দলীপ ট্রফি। চলবে ১৬ জুলাই অবধি। কনট্রিকের আলুর কেএলসিএ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে সেন্ট্রাল জোন ও ইস্ট জোন। কেউকে আরের তারকা রিঙ্কু সিং এ বারের দলীপ ট্রফিতে খেলছেন সেন্ট্রাল জোনের হয়ে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র ক্রিকেটার চেন্নেশ্বর পূজারা। আসন্ন ক্যারিবিয়ান সফরের টেস্ট টিমে নেই তিনি। ফলে এখন সময় নষ্ট না করে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য দলীপ ট্রফিতে খেলতে চলেছেন তিনি। চেন্নেশ্বর পূজারা, সূর্যকুমার যাদবরা খেলবেন ওয়েস্ট জোনের হয়ে। সাতটো জোন আর ওয়েস্ট জোন সরাসরি সেমিফাইনালে খেলবে। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে ৫ জুলাই।

আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিষেক হচ্ছে না মেসির

ফ্লোরিডা, ২৮ জুনঃ এখনো মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেননি লিওনেল মেসি। ধারণা করা হচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই চুক্তি স্বাক্ষর করবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। আর ১৬ জুলাই মেসিকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে ইস্টার মায়ামি। ৩০ জুন পিএসজির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির মেয়াদ শেষ করবেন। এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি মেসির অভিষেক নিয়েও কথা হয়েছে অনেক। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ২১ জুলাই মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ইস্টার মায়ামির ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হতে পারে মেসির। পরবর্তীতে একাধিক ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যম জানায়, ১৯ জুলাই ডিসি ইউনাইটেডের মাঠে আয়োজিত এএএলএস অল-স্টারস বনাম আর্সেনালের ম্যাচেও দেখা যেতে পারে মেসিকে। এখন জানা গেল, আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচে



ওয়েইন রুনি এমএলএস অল-স্টারস দলের দায়িত্ব পালন করবেন। ডিসির মাঠ অডি ফিল্ডে আর্সেনালের মুখোমুখি হবে অল-স্টারস। এরই মধ্যে এই ম্যাচের জন্য ২৬ জনের

দল ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে নেই মেসির নাম। এর আগে জানা গিয়েছিল, চুক্তিসংক্রান্ত জটিলতা দূর করে এমএলএস অলস্টারের ম্যাচে

করছে যেকোনোভাবে মেসিকে এই ম্যাচে খেলানোর। কারণ, এই ম্যাচও এমএলএসের সিজন পাসের (মরসুমভিত্তিক সাবস্ক্রিপশন) সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি এই ম্যাচে মেসির খেলা বা না খেলার বিষয়টি অনেকটাই তাঁর ওপর নির্ভর করছে বলেও জানা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হয়তো মেসি রাজি না হওয়াতেই তাঁকে রাখা হয়নি দলে। সে সময় অবশ্য ডিসি ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত একটি সুত্র জানিয়েছিল, মেসিকে মূলত লিগের দক্ষতা প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার জন্য চাওয়া হচ্ছে। যেটি সাধারণত অল-স্টারসের ম্যাচের আগের দিন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেই আয়োজনে মেসি উপস্থিত থাকবেন কি না তা জানা যায়নি। তেমনটা হলে যেটি যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য দারুণ পাওয়া হবে। এর আগে গত বছর লিগে যোগ দিয়ে এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন লরেনসো ইনসিনিয়ে।

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • যষ্ঠ সংখ্যা • ১ জুন ২০২৩

দুধ না খেলে

- শৈশবের পুষ্টি দুধ
- স্বাদে-গুণে ভরপুর পনির
- দুধ - সুপার ফুড
- প্রসাবে রক্তক্ষরণ
- হার্টকে সুস্থ রেখে বাঁচা
- রোবোটিক সার্জারি

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন

www.suchikitsa.in